আধ্যাত্মিকা।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

সূচী পত্র।

PREFACE.

I WAS born in the year 1814, corresponding with the Bengali era 1221 (8th Shrávan). While a pupil of the Pátshálá at home, I found my grandmother, mother, and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then. Nor were there suitable books for the females. My wife was very fond of reading, and I could scarcely supply her with instructive books. I was thus forced to think how female education could be promoted in a substantial way. The conclusion I came to, was that unless female education were placed on a spiritual basis, it would not be productive of real good. In view to the furtherance of this end, I have been humbly working. In 1860, I wrote the Rámáranjiká in Bengali, the contents of which publication are as follow: (1) On Female Education in an intellectual, moral, and industrial point of view, (2) Efficacy of maternal instruction, with notices of the mothers of Sir William Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, and of the influence of Queen Victoria as a mother, (3) Exemplary female benefactresses, with notices of Mrs. Fry, Margaret, Mercer, Hanna More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana, (4) Female fortitude, with notices of Spartan mothers, Cornelia, the mother of the Grachii, Kausalyá, Kunti,

Sitá, Draupádi, &c., (5) Spiritual Culture, (6) Government of the passions, (7) Self-examination, with notices of the modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras, (8) On truth and the Shástrical authority, strongly inculcating it, (9) On the efficacy of Prayer, on Repentence, &c., (10) Duties of a faithful wife as laid down in the Shástra, (11) Biographical Sketches of distinguished Hindu faithful wives, (12) Duties of the husband, (13) On the former state of the Hindu females, considered with reference to education, marriage, &c., (14) On the Japanese women, with notice of a Japanese Lucretia, (15) A Tale showing the excellencies of a good wife, (16) On the paths of Virtue and Vice (Choice of Hercules), (17) A Tale descriptive of the holy life of a holy Hindu woman in adverse circumstances. The favorable review of this work by the Revd. Dr. K. M. Banerjea has been given in the "Spiritual Stray Leaves."

In 1871, I wrote the "Avedi," a spiritual novel in Bengali, in which the hero and the heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained spiritual light. This was followed by an article in the Calcutta Review, Vol. LV, entitled "The Development of the Female Mind in India," in which I described the condition of Hindu females during the Vedic and post-vedic periods, and shewed that their education was thoroughly moral and spiritual, although the classes of females,

except the Brahmabádinis, who never married but devoted themselves to the study of the Soul and God, acquired a knowledge of different sciences and arts; that our females were treated with the highest respect, and that they moved in society. This article was considerably revised, and published in the "Spiritual Stray Leaves," entitled "Culture of Hindu Females in Ancient Times," in which it has been shewn, among other things, that they selected their husbands when they arrived at the marriageable state, and their marriage was more the marriage of souls than the marriage of flesh. I then published a work in Bengali entitled "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" (Condition of Females in ancient times), in which I have given biographical sketches of exemplary Hindu females, and how they attained a holy and pure life, drawing the attention of the present generation to the promotion of spiritual culture.

I beg now to present another work, intended specially for the Hindu fair sex, entitled "Adhyátmiká," in the form of a novel, the contents of which are as follow: (1) The excellence of female education consisting in the development of the soul, (2) Directions for the development of the soul by pure meditation and Yoga culture, (3) Life of purity and communion with God can only be the result of the soul-state, (4) Powers of the soul, internal lucidity, clairvoyance and magnetism as being curative of diseases, (5) Conversation of females on female education,

social and spiritual, (6) Study of Astronomy calculated to elevate the mind, (7) Directions for the Yoga culture, (8) Humanity to the Brute creation, (9) The death of the Heroine's mother, Her father's adverse circumstances, His death and what she did while in poverty, Her uncommon self-abnegation, serenity and death, (10) On educated natives, Hindu Music, Pancháyet and other mundane subjects, (11) The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language.

PEARY CHAND MITTRA.

1880.

আধ্যাত্মিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার জন্ম।

হরদেব তর্কালঙ্কার ও তাঁহার পত্নী বারাণসীতে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা অনুরাগ, শাস্ত্র আলোচনা, পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস, দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচন ও পূজা আহ্নিক জপতপে দিবারাত্রি কাল অতিবাহিত হইত। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বিষয়বিভব প্রচুর কিন্তু বিষয়বাসনাশূন্য। বাটীর সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রশস্ত ভূমি ছিল, তাহাতে অনেক গোপাল, ছাগপাল, মেষপাল ও মহিষপাল থাকিত। মাঠে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ চরিত। সম্মুখে সরোবর, তাহার স্নিগ্ধবারি মনুষ্য ও পশু সকল পান করিত। এতদ্ব্যতীত তর্কালঙ্কারের অন্যান্য স্থানে জমিদারী ছিল। তাঁহার আয় অল্প নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনঃপীড়া এই যে সন্তান নাই, বিষয়াদি কে ভোগ করিবে। আচার্য্য, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষবেত্তাদিগের সহিত

পরামর্শ করিয়া যাগযজ্ঞ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। তর্কালঙ্কার পত্নীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন। মনুষ্যজন্মে নিরন্তর সুখ নাই, সকলই উপর্য্যুপরি, ক্ষণিক, তরঙ্গবৎ। তর্কালঙ্কার ভাবিতে লাগিলেন—এই সাধ্বী স্ত্রী, যাহার হৃদয় ও আমার হৃদয় এক, ইনি যদি প্রসবকালে লোকান্তর যান তবে এই সম্পদে বিপদ ঘটিবে। অথবা যদি পুত্র প্রসব না করেন তবে বংশের নাম কিরূপে রক্ষিত হইবে; এইরূপে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবেন। তাঁহার বনিতা তাঁহার বদন ম্লান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্! আপনাকে চিন্তিত দেখিতেছি কেন?" তর্কালঙ্কার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"এ জীবনের এইরূপই অবস্থা, কিন্তু আপনি বিজ্ঞ ও সারজ্ঞানী, আপনার কর্ত্তব্য যে বাহ্য ঘটনা হইতে আপন আত্মাকে অতীত করা; আর দেখুন যদি আপনাকে রাখিয়া আমি লোকান্তরে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় মৃত্যু হইবে। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে দেখিবেন, হয়তো এক কন্যার সম সাত পুত্র হয় না। যে সন্তান সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরপরায়ণ, সেই কুলপাবন সন্তান ও সেই সন্তান বংশ উজ্জ্বল, দেশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী উজ্জ্বল করে।"

স্ত্রীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের যেন আভায চৈতন্য কূটস্থ চৈতন্যতে বিলীন হইল।

পল্লিতে অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহা-দিগের বনিতা, কন্যা ও পুত্রবধূরা সকলেই ব্রাহ্মণীর নিকট সর্ব্বদা আসিতেছেন। ব্রাহ্মণীকে পূর্ণগর্ব্ভা দেখিয়া তাঁহারা উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য আনিয়া বলিতেন, "আমরা সকলে তোমার গুণে বশীভূত, স্নেহ-উপহার স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি, অনু-গ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। তোমার চরিত্র আমরা স্ব স্ব গৃহে ভাবিয়া পুলকিত হই, তুমি ধনাঢ্য ব্যক্তির গেহিনী বলিয়া তোমার নিকট আসি নাই, তুমি যে নিষ্কামচিত্তে পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী এজন্য তুমি জগৎকে আকর্ষণ কর।" ব্রাহ্মণী নম্রতা-ভাসমান-মুখ অধঃ করিয়া থাকিলেন। বাটীর নিকটস্থ ভূমিতে যেসকল প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলে উল্লাসিত হইল, এত দিনের পর জমিদারের এক পুত্র হইবে—কি আনন্দ!

ক্রমে দশ মাস উপস্থিত, প্রসববেদনা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণী সূতিকাগৃহে গমন করিলেন। দৌবারিকেরা বন্দুকে বারূদ পুরিয়া খাড়া হইল, নাগারা ও দামামা বাজিতে লাগিল, তুরি ভেরী হস্তে করিয়া বাদকেরা উপস্থিত। জগঝম্প লম্ফ করতঃ ভূমিকম্প করাইতে লাগিল। বিভাষ রাগিণী দ্বারা রোসনচৌকী প্রকাশ হইল। ঢুলি ঢোলের চাটিতে কর্ণকুহর বধির করিল। হিজড়ারা নৃত্য গানে মত্ত হইল। এদিকে ভাট, বন্দী, রেও, ভিখারিতে বাটী পূর্ণ হইল। আনন্দের ও উল্লাসের স্রোত বহিতেছে। তর্কালঙ্কার সব

দেখিতেছেন, যাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় ভাবিতে হয়, তাঁহাকেই ভাবিতেছেন। এমন সময়ে "ওগো মেয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে," এই শব্দ কিঙ্করীরা করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার সমভাবে থাকিলেন ও সকল লোককে বিদায় করিয়া দিয়া, কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও বলিলেন,"গেহিনি! জগদীশ্বর যে রত্ন আমাদিগকে দিলেন, ইহা হইতে অসীম সুখ লাভ করিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঢুলিদিগের উল্লাস।

তর্কালঙ্কারের অনেক ঢুলি প্রজা। পরদিন তাহারা বৈকালে তাড়ি খাইয়া জমিদারের বাটীতে আসিল। কার্য্য কারণে হয়, কারণ বশাৎই উল্লাস।

একজন ঢুলি। (বাজাচ্যে)—"বিড়ালবাহিনী ষষ্ঠিরূপিণী আপনি মনসা। প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে খাবার ডাইনী তুমি ষষ্ঠিরূপিণী।"

দ্বিতীয় ঢুলি। "ময়রাদের মকুন্দমোয়া হালুয়ের সকের পুয়া, খোট্টাদের খাস্তার কচুরি। যত ফকির ফোকরা মক্কা যারা যায় মারে ফক্কা ফুলরি।"

তৃতীয় ঢুলি। "বেগুণে সাতগেছে, বেগুণে সাতগেছে, সাতগেছে বেগুণে।"

চতুর্থ ঢুলি। "টেংরা মাছের তিন খানি কাঁটা,
টেংরা মাছের তিন খানি কাঁটা,
ভেটকি মাছের পোঁটা,
দাদা ভেটকি মাছের পোঁটা।"

পঞ্চম ঢুলি। "কলাছড়া চণ্ডীতলা; কলাছড়া চণ্ডীতলা। সকল ঢুলি আমার ডালপালা"—এই বলিবামাত্রেই সকলে বিবাদ করত মারামারি করিতে লাগিল।

উল্লাস অবস্থার এইরূপ গতি, অনেকেই অতিশয় আত্মীয়ভাবে ও গদগদ প্রেমে গান করিতে আরম্ভ করে কিন্তু অহংতত্ত্বের উপর ঘা পড়িলে অথবা বাহ্য বিষয়ক কোন গোলযোগ হইলে, মহামারী উপস্থিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী আলাপ—হরদেবের কন্যার জন্ম।

বরুণার নিকটে একটী রম্যস্থান। চতুর্দ্দিকে কদম্ব, বট, শেফালিকা, চাঁপা ও ইংরাজী নানাজাতীয় পুষ্প-বৃক্ষ ও লতাতে সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে দয়েল, শ্যামা, বুলবুলপোস্তা ও বৌকথাকয়ের ধ্বনি হইতেছে। বৈকালে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক নানাপ্রকার গাল গল্প, খোষ গল্প ও দেশ সম্বন্ধীয় ও রাজ্য সম্বন্ধীয় আলাপ করেন। তাহা-দিগের মধ্যে বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আমুদে

লোক। তাঁহার পেট গণেশের ন্যায়, বদন কার্ত্তিকের ন্যায়। ব্যঙ্গচ্ছলে সকলে তাঁহাকে "আজ্ঞে আজ্ঞা হউক গতির্মম" বলিয়া সম্বোধন করিত, ও এইরূপ সম্ভাষিত হইলে তাঁহার হাসি মুখে না ধরিয়া ভুঁড়িতে গড়াইয়া পড়িত। এই কৌতুক দেখিবার জন্য প্রত্যেকে তাঁহাকে "আজ্ঞে আজ্ঞা হউক গতির্মম" বলিত। এই রহস্য তেজোহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য আলাপ আরম্ভ হইত।

ক। "হরদেব শর্ম্মার একটি কন্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ধনাঢ্য বটে, কিন্তু কাহারও মন্দকারী নহেন, অনেকের উপকার করেন। অনেকেই অর্থবলে অন্যের পীড়া-দায়ক হয়েন।"

খ। "কন্যা সন্তান কি সন্তান! এর পরে এক ছোঁড়াকে এনে ঘরজামাই ক'র্‌তে হবে। কোন তেজীয়ান লোকের ছেলে ঘরজামাই হবে না। সুতরাং কোন না কোন বাঁদিবাচ্ছাকে ধনলোভ দেখাইয়া কিনিয়া আনিতে হইবে। তার ছেলেপুলে পিতৃবংশ দোষে অন্তরে বীর্য্যবান হইবে না। বাঘের বাচ্ছাই বাঘ হয়।"

গ। "কন্যার কিরূপ বিবাহ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কন্যা ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় বিবাহ না করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও জ্ঞানসুধা পান করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।"

ঘ। "ওমা আইবড় বামূণী! জন্মালেই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ না করিলে সন্তান উৎপন্ন কিরূপে হইবে? কি বলেন গতির্মম?"

আজ্ঞে আজ্ঞা হউক গৌতম!

গতির্মম বদনের হাস্য ভুঁড়িতে গড়াইয়া দিয়া শরীর কম্পবান করত বলিলেন—"তা বটে তো।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন আসিয়া বলিল, "গোটা চারি মহিষ এই দিকে দৌড়ে আসিতেছে, আপনারা সাবধান হউন।" এই শুনিয়া সকলে উঠিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম এখন তোমার গতি করি আইস" বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যোগিনীর অদ্ভুত কথা।

বসন্তকাল, মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, বৃক্ষলতা ও গুল্ম যেন নব যৌবন পাইয়া কুসমকলির সৌন্দর্য্যের নব অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সদ্‌গুণ অনেক দূর ব্যাপক, সদ্গন্ধও সেইরূপ। বসন্ত প্রকৃত ঋতুরাজ! কিবা প্রাতঃসমীরণ—কিবা মধ্যাহ্ন-মাধুর্য্য—কিবা বৈকালিক-বিহারদায়িনী। জগদানন্দ ও দুর্গানন্দ দুই ভ্রাতা অশ্বারূঢ় হইয়া হিমালয়স্থ এক দেশে গমন করিতেছেন। ঘোড়ার পায়ের টপ্‌টপ্‌ শব্দ—পৃষ্ঠে চাবুকের চটাপট্‌, চাল কখন ছারতক, কখন দুল্‌কি। ভ্রাতাদ্বয় যত যান তত আরও যাওনের ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়। দুই দিক্‌ দৃষ্টি করেন, কেবল মাঠ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু,

স্থানে স্থানে কুটীর। স্থানে স্থানে কৃষক ভূমিকর্ষণ করিতেছে, স্থানে স্থানে যাবতীয় অঙ্গনায়া ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রপরিধানা এলোকেশী, কক্ষে শিশু, মস্তকে বোঝা লইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি। এরূপ অবস্থাতেও সহিষ্ণুতার তারতম্য। যাহার যত ধৈর্য্য, তাহার তত সহিষ্ণুতা ও যাহার যত সহিষ্ণুতা তাহার তত জয়।

দেখিতে দেখিতে আকাশের নীল মুখাবরণ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু যেন উল্বন প্রাপ্ত হইল। পবনসহকারে ধূলি উৎপাতিত হইয়া নিরন্তর স্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বর্ষিতে লাগিল। বৃষ্টি ও শিল বেগে পড়িতে আরম্ভ হইল। ছোট ভ্রাতা বলিলেন—"দাদা আর এগনো ভার, এখানে বসতি নাই কি করা যায়?" দুই ভ্রাতা ঘোড়া থামাইয়া চক্ষুর ধূলি পুঁছিতেছেন ও উপায় ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে এক ফকির অতি ক্লেশে গমন করিতেছে—হাসিয়া বলিল, "কেঁও বাবু সাহেব এ দুনাই এসূমাফিক--এই আরাম এই ব্যারাম—এই সুখ—এই দুঃখ, এই আলো এই আঁধার। এস্ দুনিয়ামে বহুত টণ্টা, বখেড়া, ঝগড়া ও ঝমেলা। এই বুঁন্দো জেস দরিয়া কি, সব মোজসে ওহা মেল যায়েঙ্গে। হাম দেখতা তোম লোকো যানা বড় মস্কিল। আগু এক সুড়ঙ্গ হেও ওঁাহি যাক-রকে রহ।" এই বলিয়া ফকির মিয়া মল্লার গাইতে গাইতে চলিল। অজস্র ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল,

দুই ভ্রাতা বৃষ্টিতে সিক্ত, মন্দগতিতে গমন করত কিঞ্চিদ্দূরে দেখিলেন, এক গহ্বর তথা দিয়া নিম্নে যাওয়া যায়। দুই বৃক্ষে দুই অশ্ব বাঁধিয়া দুই ভ্রাতা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, একটি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে এক যোগিনী বসিয়া ধ্যান করিতেছে, সম্মুখে একটি প্রদীপ। দুই ভ্রাতা কিয়ৎকাল বসিলে যোগিনী নয়ন উন্মীলন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?" ভ্রাতাদ্বয় পরিচয় দিলে যোগিনী অগ্নি সম্মুখে দিয়া নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। পরে ফলমূল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ করিলেন। ভ্রাতাদ্বয় শ্রান্তি দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?" যোগিনী বলিলেন, "আমি এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা, বাটী বিরামপুর। কিশোরকাল অবধি শাস্ত্র জানিবার পিপাসা, আমার সহিত একজন ক্ষত্রিয়পুত্র অধ্যয়ন করিতেন, আমাদিগের দুই জনের চিত্ত একরূপ ছিল। কিরূপে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে পারি এই বাসনায় আমরা দুই জনেই মগ্ন থাকিতাম। সমভাব, সমপ্রবৃত্তি, সমপিপাসা হেতু আমাদিগের পরস্পর প্রণয় জন্মিল। কিছুদিন পরে আমরা বলাবলি করিলাম যেস্থলে আমাদিগের সম উপরতি, সেস্থলে বৈবাহিক বন্ধনে সে উপরতির বৃদ্ধি হইবে। পরে পিতামাতার অনুমতি প্রদত্ত হইলে আমাদিগের বিবাহ ধার্য্য হইল। যে রাত্রে বিবাহ হইবে সেই রাত্রে বরের সর্পাঘাতে প্রাণবিয়োগ হয়। পিতামাতা আমার জন্য শোকান্বিত

হইলেন, আমি ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলাম, কিয়ৎকাল পরে পিতামাতার কাল হইল। আমি বিবেচনা করিলাম যে এ সংসার হলাহল-সমুদ্র, কেবল নির্ব্বাণমুক্তিদ্বারা পরিত্রাণ; অতএব গৃহাশ্রম আমার উপযোগী নহে। অনেক অন্বেষণ করতঃ এই স্থানটুকু পাইয়াছি। সমস্ত দিবারাত্রি পূর্ণব্রহ্মকে ধ্যানে আন্তরিক ধ্যানানন্দসুধা পান করি। আহারীয়, পানীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুর আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবা! বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে অন্তর-জ্ঞান লাভ হয় না। বাহ্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জ্ঞান। অন্তরজ্ঞান আত্মজ্ঞান। আমি দেখিতেছি—কাশীতে এক ব্রাহ্মণের একটী কন্যা হইয়াছে—সেই কন্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিখ্যাত হইবে।"

ভ্রাতাদ্বয় যোগিনীকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। পরদিন সূর্য্য উদয় হইয়া জগৎকে আলোকিত করিল—অন্ধকার নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শিলা নাই। এই বাহ্য রাজ্যে নানাত্ব—অন্তর রাজ্যে একত্ব—ন দিবা ন রাত্র—একই অশেষ কাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার শৈশবাবস্থা ও নামকরণ।

কন্যাটীর জন্মের পর আত্মীয়বর্গ ক্রমে তর্কালঙ্কারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার দুহিতাকে দেখিয়া সাতিশয়

তুষ্ট হইলেন। কন্যাটী শান্তমূর্ত্তি, অন্যান্য বালিকার ন্যায় রোদন করে না, ওষ্ঠে মৃদু হাস্য সর্ব্বদাই ভাসমান। জ্যোতিষবেত্তারা গণনা করিয়া কহিলেন, "তর্কালঙ্কারের এই কন্যাটী ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন, ইনি ঈশ্বরধ্যানেতে ও নিষ্কাম কার্য্যেতে নিমগ্ন থাকিবেন।" সভাস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল দেখিতেছি সকল বালক বালিকার সমান প্রকৃতি হয় না, সমান বুদ্ধি হয় না, সমান প্রবৃত্তি হয় না। ইহার কারণ কি? আত্মার কি পুনর্জ্জন্ম হয়? জীব মরিলে তাহার আত্মা সংশোধনার্থে পুনরায় কি জন্মগ্রহণ করে? নতুবা চরিত্রের এত বিভিন্নতা কেন?" একজন পণ্ডিত বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে পুনর্জন্ম লেখে; তবে এখানে যাহারা যোগবলের দ্বারা প্রকৃতশূন্য হইতে প্যারে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদিগের জন্ম আর হয় না; দর্শনশাস্ত্রে, পুরাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।" একজন গণককার বলিল, "কন্যাটীর গালের উপর একটি তিল আছে, ঐ তিলটি শুভ লক্ষণ।" সকলে কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। এদিকে তর্কালঙ্কার ও তাহার পত্নী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই কন্যাটি পাইয়া যেন পরম ধন লাভ করিয়াছি, ইহার মুখ কোমল, হেরিলে সর্ব্বচিন্তা দূরে যায়।" কন্যাটি উত্তম লালনপালনের দ্বারা সুন্দররূপে বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। পিতামাতা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছেন কি নাম রাখিবেন। ভগবতীর যত নাম

আছে তাহা উল্লেখিত হইল; ধূমাবতী ও ছিন্নমস্তা শুনিয়া ব্রাহ্মণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে লক্ষ্মীর যত নাম আছে তাহাও উল্লেখিত হইল, রাধিকার সকল সখীর নাম বলিতে বলিতে তুঙ্গবিদ্যাধরীর নামে ব্রাহ্মণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি হার মানিলাম এক্ষণে তুমি বল।" ব্রাহ্মণী চিন্তা করিতে লাগিলেন ও কেহ যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, "ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম অন্তরে দৈববাণী স্বরূপ শুনিলাম, ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

স্ত্রীপুরুষে কন্যাটির মুখ অবলোকন করিয়া দেখেন যে, চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, উড্ডীয়মান পক্ষী প্রজাপতি এই সকল দেখিতে ভালবাসে। হাতে চুসি কিম্বা খেলনা দিলে ফেলিয়া দেয়। কান্না প্রায় নাই হাস্যই সর্ব্বদা। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "মুখখানি মানব মুখ নহে—দেবমুখস্বরূপ, অনেক স্ত্রীলোকের বদন হাব-ভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু শান্তির ছবি পাওয়া দুর্লভ। কি কারণে স্বভাবের তারতম্য—উগ্রতা ও কোমলতা তাহা বলা বড় কঠিন। কোন কোন দুরাচারের কন্যাও নির্ম্মলা হয় ও কোন কোন ধার্ম্মিকের কন্যা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে। এজন্য পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয়, অথবা জন্মকালীন পিতামাতার সাত্ত্বিক অবস্থা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—ধর্ম্মভাব ও পতিব্রতা।

বাবুরা বৃক্ষের ছায়াতলে সকলে উপবেশন করিয়াছেন ও সকলেই প্রণাম পুরঃসর বলিতেছেন, "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্নম!" ও গতির্নমর হাসি দস্তুর মোতবেক নিম্নগামী হইয়া ভুঁড়ির উপরি ঢেউ খেলাতে লাগিল। গোধূলি সময়ে এক কৃষক গরু লইয়া গৃহে যাইতেছে, শ্রান্তি হ্রাস করিবার জন্য গান করিতেছে—"বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়। যৌবন জনমের মত যায়, সে তো আশাপথ নাহি চায়।" আর একজন কৃষক গান করিতে করিতে যাইতেছে,—"ওরে প্রেম কি যাচুলে মেলে, খুজ্‌লে মেলে, সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।"

ক। প্রথম গানটি তলিয়ে বুঝ—"যৌবন জনমের মত যায়" ইহার অর্থ "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ কামে কাটাই—মরিবার সময়ে পাপ ভয়ে অথবা স্বর্গলোভার্থে যৎকিঞ্চিৎ দানধ্যান করিয়া থাকি।

খ। আরে ভাই! পেটের ভাবনা ভাবতে ভাবিতে প্রাণ্‌টা গেল। খাদ্যদ্রব্যাদি কি দুর্মূল্য! দুবেলা দুমুটা কেমন করে খাই—অমূল্য ঈশ্বরকে কেবল একবার নাম মাত্র জপি।

গ। তা নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-রস জানিয়াছে, সে ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নীরস দেখে। অন্তর অভ্যাস যেরূপ কর সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঘ। প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভযোগ পেলে— ইহার সিদ্ধান্ত কি কর?

ক। প্রেমটি আত্মপ্রসাদ। কোন কোন স্থলে আত্মার আনন্দ হঠাৎ প্রকাশিত হয়—সে প্রেম অতি দুর্লভ সামান্য প্রেম তানপূরার তারের ন্যায় বেঁধে দিলে মেও মেও করে, তারের জোর কম হইলে প্রেমের জোর কম হইয়া আইসে। গতির্মম কি বলেন?

গতির্মম। সামান্য প্রেম, বিজাতীয় প্রেম, ক্ষণিক প্রেম, তাস। তাতানোর ন্যায়।

এক মাগি পেয়ারাওয়ালি গান করিয়া যাইতেছে,—

"আর মনের মন যদি পাও প্রাণ সঁপ ধন তারে।
এক শঠের সঙ্গে করে প্রীতি মজবে ধনী ফেরে।"

ও পেয়ারাওয়ালি, তোমার কপরসার পেয়ারা আছে? এদিকে এস. বাবুরা পেয়ারাওয়ালির নিকট হইতে সকল পেয়ারা খরিদ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ঐ গানটি আবার গাও।" গান গাওয়া সাঙ্গ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রকম লোকে মন প্রাণ সঁপেছ?" ঐ স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ জানি না, ও তিনি আমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক জানেন না। তিনি বুড়া হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে

কাজ কর্‌তে দি না; আমি বলি, আমার তো গতর আছে, আমি গতর খাটিয়ে তোমাকে এক মুট খাওয়াব। এখন বাড়ী গিয়া একমুট রেঁদে আমরা দুই জনে খাব।” বাবুরা তাঁহার কথা শুনিয়া চারি আনা ভিক্ষা দিলেন, ও বলাবলি করিতে লাগিলেন ছোট জেতের মধ্যে এরূপ দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

গ। এই ভারত-ভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেরূপ বদ্ধ-মূল এমত আর কোন দেশে নাই। এদেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে সেই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার পতির চিন্তনে নিরাকার রাজ্য ও নির্ব্বিকার রাজ্যেশ্বরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্য্য।

এক জন মিশীওয়ালি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে,—

“ঘনরা মোরাষা সিহরে ছা।”

ক। ও ঘনরা মোরাষা এখানে এস। তুমি কি মুসলমানী? মিশীওয়ালি বলিল, “হাঁ বাবা! প্যাটের জ্বালায় মিশী বেচে খাই।”

খ। তোমার কি খসম আছে? মিসিওয়ালি বলিল:— “মোকে পহলা যেঁ সাদি করে তেনার ফৌত হয়েছে। এখন যে আমার খামিদ তেনা মোকে নিকা করেছে।”

ক। তোমার সাবেক খসমের জন্য দুঃখ হয় না?

মিসিওয়ালি। দুঃখ করে কি কর্‌ব?—প্যাট আছে, দুনিয়াদারী আছে।

খ। মরলে যে পরে কোথা যাবে তা বড় তোমরা ভাব না? "তা ভেবে কি কর্‌ব? প্যাট ভেবে ভেবে সারা হই," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ক। মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়-সুখ অধিক, তাহা-দিগের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উহারা রোজাতে উপবাস করে, কিন্তু উহাদিগের স্বর্গ ইন্দ্রিয়-সুখ-সংযুক্ত। আমাদিগের স্বর্গ বিমল-আনন্দ-ব্যাপক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার বাল্যশিক্ষা।

আধ্যাত্মিকার পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার শিক্ষার্থে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ভট্টি প্রভৃতি পঠিত হইল। অধ্যাপক নানা শাস্ত্রদর্শী এবং শিক্ষার প্রণালী ও কৌশলে নিপুণ। তিনি দেখিলেন বালি-কার মেধা ও বুদ্ধি বিজাতীয়। যাহা পাঠ করে তাহার শব্দে মনোনিবেশ না করিয়া তাৎপর্য্য যেন লুপে লয়। অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেন তাহা সাঙ্গ হইতে না হইতে বালিকা দুই একটি কথায় সুন্দররূপে সার অর্থ প্রকাশ করে। অধ্যাপক মনে করেন, এ মেয়েটি অসামান্য, অসার ত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করে, এবং কখন কখন এমনি ভাব প্রকাশ করে যে, পণ্ডিতের

চেয়েও উচ্চ ও নূতন ভাবে ভাবিত হয়। পঠিত বিদ্যা একপ্রকার ও অন্তরের আলোক উদ্ভাবিত জ্ঞান আর এক প্রকার। বাসায় যাইয়া অধ্যাপক ভাবেন আমরা বড়িপোড়া ভাত খাইয়া টোলে পড়িয়া অনেক ক্লেশে বিদ্যা শিখিয়াছি, হয় ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য এক পাঠ সহস্রবার আওড়েছি, কিন্তু এ মেয়েটির একবার পড়িলেই স্মরণ থাকে। কোন কোন গ্রন্থে প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য দুই চারি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বোধ হইত তাহা গ্রহণ করিতাম। সেই সকল অর্থ এই মেয়েটি আমি বলিতে না বলিতে আপনি ব্যক্ত করে। ইনি যাহা পাঠ করেন তাহা মস্তিষ্কে না রাখিয়া বিবেকশক্তির অধীন করিয়া কার্য্য কারণ চিন্তা করেন—বাহ্য মনোহর বিষয়ে আক্রান্ত হয়েন না। শান্ত হইয়া অন্তর ভাবনায় ভাবিত। আমরা যাহা পড়িতাম তাহা প্রায় মুখস্থ করিতাম, কেবল স্মরণশক্তিরই চালনা করিতাম। কি আশ্চর্য্য! ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইবে। কিছুদিন গত হইলে অধ্যাপক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি আমার নিকট শিক্ষা করিতেছ, কিন্তু সারজ্ঞান তুমি আমা হইতে জান নাই—আমি যাহা বলি তাহা হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রূপে বল, এ শিক্ষাত আমার নিকট হইতে হয় নাই।" আধ্যাত্মিকার বদন নম্রতার মধুরতায় পূর্ণ হইল, জোড়হাতে বলিলেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

"আমি আপনার কন্যা, শিষ্য, কিঙ্করী; আমি আপনার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছি। আপনা অপেক্ষা অধিক কি জানিব?" অধ্যাপকের অশ্রুপাত হইতে লাগিল ও কন্যাটির মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকা কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ স্থানান্তরে যাইয়া পিতা কর্ত্তৃক দীক্ষিত গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ধ্যান করিতেন। "সবিতুর্ব্বরেণ্যং" এই ধ্যানই অনেকক্ষণ করিতেন, জ্যোতির্ম্ময়ের শিব জ্যোতি শুদ্ধ স্ফটিক ধ্যান অগ্নিতে শারীরিক ও মানসিক বন্ধন দাহন করিতেন। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতেন, সূক্ষ্ম শরীরের আনন্দ স্থূল শরীরের আনন্দ অপেক্ষা স্থায়ী ও অন্তরভেদী।

আরাধনা সমাপনানন্তর কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া যে সকল দরিদ্র লোক নিকটে বসতি করিত, তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যাহারা অনাহারী তাহাদিগের আহার দিতেন; যাহারা

বস্ত্রহীন তাহাদিগকে বস্ত্র দান করিতেন, যাহাদিগের শিশু পীড়িত তাহাদিগকে আপনি শুশ্রূষা করিতেন ও চিকিৎসকের ব্যয় আপনি দিতেন। যদি কোন স্ত্রীলোক অর্থাভাবে আপন শিশুকে লালন করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি আপনি ক্রোড়ে করিয়া পিতার বাটীতে লইয়া তাহাকে লালন করিতেন। কাহার ভয়ানক পীড়া হইলে তিনি তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন। যে দরিদ্র শয্যাহীন ও শীতের কন্‌কনে বায়ুতে কম্পান্বিত, তাহাকে গরম বস্ত্র দিতেন। অনাশ্রয়ী লোকের অভাব বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেন ও যতদূর বিমোচন করিতে পারিতেন ততদূর করিতেন। যাহার রোগ হইত তাহাকে ঔষধি দিতেন। যে রোগ হইতে আরোগ্য হইত ও পথ্য পাইত না, তাহাকে পথ্যের জন্য অর্থ প্রদান করিতেন। পিতার ঐশ্বর্য্য প্রচুর ও তাঁহার ও তাঁহার বনিতার হৃদয় বদান্যতায় পূর্ণ, অতএব কন্যার পরদুঃখ নিবারণার্থে ব্যয়ে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন।

যেরূপ মনুষ্যের প্রতি নিরুপাধিক প্রেম সেইরূপ পশুপক্ষির প্রতি তাঁহার যত্ন ও স্নেহ ছিল। এরূপ নিষ্কাম কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আহার নাম মাত্র করিতেন। আপন শরীরের জন্য যত্ন ছিল না ও যে কিছু বলিতেন ও করিতেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অহংভাব ছিল না, বোধ হইত যেন ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন।

এক দিবস একজন প্রতিবাসিনীর কন্যা বিমলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! যখন সব হাঁড়িকুঁড়ি

উঠে যায় ও ভাত কড়্কড়ে হয়, তখন তুমি খাও কেন? আর পূজা আহ্নিক করে মুখে এক ফোঁটা জল না দিয়া ইতর জেতের বাটীতে টো টো করে ফের কেন? মাগো! ওদের বাটী গেলে আমাদিগের আবার স্নান কর্‌তে হয়।” আধ্যাত্মিকা বলিলেন, “ভগিনি! যা করি তাহাতে অন্তরে আনন্দ হয়, খাওয়াদাওয়া মনে থাকে না।”

মধ্যাহ্ন সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। যদ্যপি ভোজনের অগ্রে হাঁড়িকুঁড়ি উঠিয়া যাইত ও ঐ সময়ে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইত, তিনি আপন বাড়া ভাতব্যঞ্জন তাঁহার সমীপে আনিয়া দিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মাতা দুহিতার উচ্চ মতি ও কার্য্য জানিতেন, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি আবার কি পাক করিয়া আনিব? মাতাকে তুষ্ট করিবার জন্য কন্যা বলিতেন “মা! এখন কিছু জল খাইয়া থাকি রাত্রে অন্ন খাইব।”

আহারের পর আধ্যাত্মিকা শিল্পকার্য্য করিয়া প্রতিবাসীদিগের স্ত্রী ও কন্যা সকলকে দিতেন। তিনি অল্পক্ষণ নিদ্রিত থাকিতেন, আলস্য ক্ষণমাত্রও ছিল না, সর্ব্বদাই অজড় ও চিন্ময় অবস্থাতে থাকিতেন।

এক দিবস ঐ দরিদ্র অঞ্চল হইতে মহা রোদন উঠিল। অনুসন্ধান করাতে জানা গেল যে একজন যুবতী স্ত্রীলোকের ভর্ত্তার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রী-

লোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চ জাতীয় হউক বা নীচ জাতীয় হউক, যথার্থ স্বামিপরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে স্মরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী হয়। আধ্যাত্মিকা নিকটে আসিয়া ঐ রমণীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া আপন ক্রোড়ে তাহার মস্তক রাখিয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই দেখিয়া দুই চারি জন তেওর, পোদ ও বাগ্দি বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি চমৎকার! রাজকন্যা—ব্রাহ্মণের কন্যা, এখানে কি করিতেছেন! হরি হে! তোমার লীলা অপার, কাহাতে কখন কিরূপে তুমি প্রকাশ হও তাহা কে জানিতে পারে?" কিয়ৎকাল পরে বিধবার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আধ্যাত্মিকা আপনার গৃহে লইয়া যাইয়া পারমার্থিক সান্ত্বনা-সুধাতে তাহার আঘাতিত চিত্তকে শান্ত করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরই ধন্য! তিনি সর্ব্ব রোগের শান্তি, সকল বিকারের ঔষধি। শোক দুঃখ তাঁহাকে ভাবিলে থাকে না। তিনি সর্ব্বপাপ সর্ব্বতাপ হরণ করেন।

বৈকালে পিতামাতার সহিত কন্যা উদ্যানে বসিলেন, নানাজাতীয় লোকের আচার ও ব্যবহার, নানা দেশের নানাপ্রকার রাজ্যশাসন, নানাদেশের নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপত্তি, নানাদেশের নানাপ্রকার বাণিজ্য ও তদ্দ্বারা পরস্পর সংঘটন ও উপকার, নানাপ্রকার

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম, নানাপ্রকার উপাসক ও কোন শ্রেণীস্থ সগুণ ঈশ্বর ও কোন শ্রেণীস্থ নির্গুণ ঈশ্বর উপাসক, কাহারা শব্দ-ব্রাহ্ম, কাহারা ভাব-ব্রাহ্ম, কাঁহারা আধ্যাত্মিক-ব্রাহ্ম—এই সকল প্রশ্ন অনুশীলন ও নানা বিদ্যা—পদার্থ, খগোল, ভূগোল, জ্যামিতি, রেখা-গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, উদ্ভিদ্ ইত্যাদির চর্চ্চা করিতেন।

এ জগতে সময় স্থায়ী নহে। বৈকাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোমল আচ্ছন্নতা পাইয়া মনোহর বেশধারণ করিত; ঐ সময়ে সকলি নিস্তব্ধ। পিতামাতা ও কন্যা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করতঃ হিরণ্ময় কোষে অন্তর সাবিত্রিকে ধ্যান করিতেন। পিতা বৈদিক স্বরে "এষাস্য পরমাগতি" পাঠানন্তর স্ত্রী, কন্যা লইয়া গৃহে গমন করিতেন। বাটীতে সন্ধ্যা করণানন্তর কন্যা, পিতামাতার পদ সেবা করিতেন ও ঐ সময়ে আপনি দিবসে যাহা করিতেন তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বাস যে নিষ্কাম কার্য্য না করিলে জীবন পশুবৎ ও ঈশ্বর লাভ হয় না। নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থে পিতা যে উপদেশ দিতে পারিতেন তাহা দিতেন। এক রাত্রে কন্যা পিতামাতার নিকট বলিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকট কিছু গোপন রাখি না, এক্ষণে এক অদ্ভুত কথা কহি, শ্রবণ করুন।"

পিতা। বল মা।

কন্যা। আমি আহারান্তে শয়ন করি, পরিশ্রম জন্য

শুভ নিদ্রা হয়। সম্প্রতি উষা আগমনের প্রাক্কালীন আমার শিয়রে এক শ্বেতবসনা জ্যোতির্বদনা অঙ্গনা আপন হস্ত আমার মস্তকের উপরি রাখেন। আমি নিদ্রিত থাকি বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষু দিয়া তাঁহার শান্ত মুর্ত্তি দেখিতে পাই, চমৎকার মুর্ত্তি, ও যদবধি তাঁহার হাত আমার শির উপরি থাকে, তদবধি বোধ হয়, যে আমি পৃথিবীতে নাই, আমার অবস্থা আনন্দাবস্থা, আমি আনন্দধামে বাস করিতেছি। গত কল্য রাত্রে তিনি আমাকে বলিয়া যান,—"বৎস্য! তোমার পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিও। তোমার যাহাতে আত্মা উদ্দীপ্ত হয় ও যাহাতে অন্তর আলোক লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমি আনুকুল্য করিব।" পিতামাতা এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন।

ফলহরি বাবুর বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের ভোজ। ভেয়ান ঘর ধূমেতে পরিপূর্ণ। লুচি, পুরি, কচুরি, তরকারি খোলাতে প্রস্তুত হইতেছে। মিষ্টান্ন রাশি রাশি ভাণ্ডারে মজুত। এদিকে স্ত্রীলোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত সালঙ্কৃতা, বস্ত্র নানাবর্ণীয়, সৌগন্ধে বিলেপিত, নাসিকা ও কপাল টিপ

ও কোঁটায় চিত্রিত। সকলে শতরঞ্চতে উপবেশন করিলেন। অলঙ্কার সম্বন্ধীয়, বস্ত্র সম্বন্ধীয় ও পরিবার সম্বন্ধীয় যাহা পরস্পর জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত হইলে একজন রমণী বলিল, "শুন্‌তে পাই আধ্যাত্মিকার বয়ঃক্রম পনের বৎসর হইল, বিবাহ করেন নাই। তিনি কেবল পূজা আহ্নিক ও পরোপকার করিতেছেন। একখানি সামান্য বস্ত্র পরেন, হাতে দুই গাছি বালা ও আহার যাহা করেন তাহা স্বল্প ও সামান্য। অতিথি পতিত এলে আপনার ভাত তাহাকে দেন। খুব ভাই পুণ্য কর্‌ছে। আমাদের বেশভূষা রংচং না হলে চলে না, মনুষ্য জন্মে কি সাধ নাই?"

অন্য আর একজনা—"আহা! তা বই কি! না ভাল করে খেলে, না ভাল করে পর্‌লে, কেবল শুখিয়ে শুখিয়ে মর্‌ছেন? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আর শরীরটা কি মিথ্যা! দেখ আমরা কত অঙ্গরাগ করিয়া থাকি। একদিন খোপা বাঁধা ভাল হয় নাই এজন্য ভর্ত্তা কত বটকেরা কর্‌লেন, বল্‌লেন তুমি কি আধ্যাত্মিকা হয়েছ না কি?"

অন্য একজন মহিলা,—"ওগো আমরা কেবল শরীর ও সংসার লইয়া আছি, যার কথা বল্‌ছ তার লক্ষ্য উচ্চ। শুনিলাম একজন পোদের মেয়ে বিধবা হইয়াছে, তাহাকে নিকটে রাখিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়াছেন। তাহাকে কাছে করে নিয়া শোয়া, আহা! এমন কে করে গা?"

অন্য একজন মহিলা,—"আমি ভাই স্পষ্টবক্তা। আমি এত উচ্চ হতে চাইনে, সংসারে থাকিতে গেলে সাংসারিক হতে হবে, স্বামী চাই, ছেলে চাই, লোক-লৌকতা চাই, সাবধানও চাই। একেবারে উড়ু উড়ু—সর্ব্বত্যাগী ও নিষ্কাম—এতে কি শরীর থাকে? বল্‌তে কি, আমি আহ্নিক কর্‌তে কর্‌তে ভাবি যে, কর্ত্তা কখন বাটীর ভিতর আস্‌বেন। কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হলেই আমার স্বর্গলাভ। পোদের মেয়ে কাছে রেখে কি হবে ভাই আঁ্যা—?"

আর এক রামা, পান চিবুতেছেন ও দুইখানি ঠোঁট মাকাল ফলের বর্ণ করিয়াছেন, বলিতেছেন—"গৃহী উদাসীন কেন হবে? গৃহীর এক ধর্ম্ম ও উদাসীনের আর এক ধর্ম্ম। পতিপুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া আমরা ত্যাগী কেন হইব? দেখ ভাই কর্ত্তা এই বিশ ভরির একখানা গহনা দিয়াছেন, এর নাম পারিজাত-কঙ্কণ। আহা! এমন স্বামী যেন জন্মে জন্মে পাই।"

একজন বুদ্ধিমতী রামা আধ্যাত্মিকার নিকট উপদেশ পাইয়া উন্নত হইয়াছেন, বলিলেন—"গার্হস্থ্যাশ্রম ও যোগ-আশ্রম পৃথক্। যাঁহারা চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশ্যই সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। স্ত্রীলোক নানা শ্রেণীর, কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিতরূপে

ঈশ্বর-উপাসনা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছেন। কেহ কেহ যেরূপ উন্নত হইতেছেন ভবভাব হইতে মুক্ত হইতেছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ অনুসারে কার্য্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে শুদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে গেলে অন্তর যোগ চাই।"

কতিপয় স্ত্রীলোক এককালীন বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর আরাধনা ত্যাগ করিব কেন? কোন্ পূজা আমাদিগের বাটীতে না হয়? কাহার বাটীতে শাল-গ্রাম না আছে?" কেহ কেহ বলিল, "আমরা ব্রাহ্মিকা, আমরা ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া থাকি। "উপরোক্ত রামা বলিলেন—"ঈশ্বর উপাসনা সাকার বা নিরাকাররূপে হউক অবশ্য শুভদায়িনী, কিন্তু নিরাকার উপাসনা দুই প্রকার, এক বাক্যেরদ্বারা বা ভক্তিদ্বারা, আর এক আত্মাদ্বারা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার যোগশিক্ষা।

পিতামাতা ও দুহিতা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বসিলেন। দুহিতা ঈশ্বর-ধ্যানানন্তর পিতামাতার চরণ বন্দন

করত বলিলেন,—"পিতঃ এই অন্তর-অন্ধ বালিকাকে যোগ শিক্ষা দিতে আজ্ঞা হউক। মহাত্মা ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, পবিত্র ব্রহ্মবাদিনীরা ও উচ্চ সদ্যোবধূরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে পৃথক্ করিয়া আত্মাদ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি হিরন্ময়কোষে দর্শন-পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় দেহে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। পিতঃ আমার সেই গতি কিরূপে হইবে? কিরূপে অন্তর আকাশে সেই উদয়-অস্তরহিত সেই নবীন দিনমণিকে নিরন্তর দর্শন করিব?" কন্যার এই কথা শুনিয়া পিতা মুগ্ধ হইলেন এবং স্নেহের সহিত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি যোগ অনেক দিন অবধি অভ্যাস করিতেছি বটে, কিন্তু অধিক উন্নত হই নাই। তোমার স্বভাব নিষ্কাম—তোমার আত্মা শীঘ্র অভ্যাসে উদ্দীপ্ত হইবে। যোগ দুই প্রকার, অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ। সকল প্রাণীতে আত্মা ঐন্দ্রিক বন্ধনে বদ্ধ—এ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি যাহা আত্মার প্রতিনিধি সেও বদ্ধ। এই বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে মস্তিষ্ক উপরি যে ব্রহ্মধাম ও নিরাকার রাজ্য সেই স্থানে স্থাপন করত ঊর্দ্ধদৃষ্টিপূর্ব্বক শান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়কে ধ্যান করিবে। মতান্তরে ভ্রূর মধ্যে ব্রহ্মধাম, সে স্থানে ইচ্ছাশক্তিকে রাখিবে। ইহাকে মা! অন্তর্যোগ বলে। আত্মা মুক্ত হইলে 'স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ' অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ও অন্তর্জ্ঞান উদ্দীপ্ত। বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ অষ্টাবক্র বলেন—

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিৎ কুপ্যতি হৃষ্যতি।
তদা মুক্তি র্যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি
ন কুপ্যতি।

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষা যদা চিত্তং মাশক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
'সর্ব্বাবস্থাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ।
মৃতবত্তিষ্ঠতো যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।

হটপ্রদীপিকা।

'নির্ব্বাত স্থাপিতো দীপোভঃসতে নিশ্চলো যথা।
জগদ্ব্যাপারনির্মুক্তো নিশ্চলো নির্ম্মলঃ পরঃ।'

অমনস্ক।

" বহির্যোগ অন্তর্যোগের আশ্রয়ী। যোগ তারাবলীতে লেখে 'নাদানুসন্ধান সমাধিমেকম্।' বায়ুবন্ধনই আত্মা উদ্দীপনের প্রধান বন্ধন।

'ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথং মনোনাথশ্চ মারুতঃ।
মারুতস্য লয়োনাথঃ স লয়ঃ নাদমাশ্রিতঃ॥'

অমনস্ক।

"প্রথমে বায়ুকে এক নাসিকার দ্বারা পূরিবে, যতক্ষণ ধারণ করিতে পার ধারণ করিবে। পরে অন্য নাসিকার দ্বারা ত্যাগ করিবে। পূরণকে পূরক, ধারণকে কুম্ভক ও ত্যাগকে রেচক বলে। কেহ কেহ পূরক ও রেচক না করিয়া কেবল কুম্ভক অভ্যাস করে। বায়ু

ব্রহ্মরন্ধ্রে যায় না। "মস্তিষ্ক সীমাকে উড্ডীয়ানক বলে, কণ্ঠ বন্ধনকে জালান্ধর বলে, নাভি বন্ধনকে মণিপূর বলে। এই সকল বন্ধন মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে অর্থাৎ বায়ুর গমনাগমন ঐ সকল স্থানে ও অন্যান্য দ্বারে না হয়। ইচ্ছাশক্তিই মূলশক্তি। ইচ্ছাশক্তির চালনায় সাকারত্বের হ্রাস ও নিরাকারত্বের বৃদ্ধি অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা ক্রমশঃ মুক্ত হয়। অতএব—

'মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং।' অমনস্ক।

'মনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা। বিক্ষিপ্ত তামস, গতায়াত রাজস, সুশ্লিষ্ট সাত্ত্বিক, সুলীন গুণবর্জ্জিত। এই অবস্থার নাম মনন্মনী, এই অবস্থাতে নিরাকার রাজ্য প্রবেশ।"

কন্যা ঐকান্তিকচিত্তে পিতার উপদেশ শ্রবণ করত পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া আপনার গৃহে গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "স্বয়মেব বোধঃ"। বাহ্যজ্ঞান বিনাশ ও অন্তরজ্ঞানই জ্ঞান। এই প্রতিদিন ভাবিতেন, এই ভাবনায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পরিহার হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দোকানিদের কথাবার্ত্তা।

কলিকাতা হইতে দুই চারিজন দোকানি কাশীতে যাইয়া সরু রাস্তার উপর মুদিখানার দোকান করি-

য়াছে। এক জন দোকানি চিনির পাক চড়াইয়াছে। বারকোসে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড়; চাঁপাকলা দড়িতে ঝুল্‌চে, দোকানে বোল্‌তা, মাছি, ভোমরা ভন্‌ ভন্‌ কর্‌ছে। দোকানি খুলির উপর নজর রাখিয়া গান করিতেছে—

"দ্বন্দ করে ছিদাম মন্দ করিলি আমার।
তুই রাইকে দিলি সাঁপ, তাইতে মনস্তাপ,
আর কি দেখা পাব শ্রীরাধার।
অন্ধ হলেম কেঁদে কেঁদে নিরানন্দের নাহি পারাবার।"

রাস্তার লোক বলিতেছে, "দোকানি দাদা, ভাল মোর ভাই!" পেছন দিক্‌ থেকে দোকানিনী এসে বোল্‌চে—"ওরে মিন্সে! ভাত যে কড়কড়া হল, আঁটকুড়ির বেড়াল পাৎথেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল এখন কি দিয়ে গিল্‌বি? কেবল দুগাছা সজ্‌নের ডাঁটা সিদ্ধ আছে।"

দোকানি। "আবৃরু সরম রেখেছে সজ্‌নের ডাঁটা।
টাকায় চাল হলো ষোল কাঠা।"

এই গান গাইতে গাইতে দোকানি খোলা নামাইয়া ভাত খেতে বসিল তাহার স্ত্রী বলিল—"দেখো। তর্কলঙ্কারের বাটীতে মুড়ি, মুড়কি বেচিতে গিয়াছিলাম—তাহার মেয়েটিকে দেখিয়া চারদণ্ড চেয়ে রইলাম। আহা কিবা মুখ, কিবা দৃষ্টি, কিবা কথা, আর যার দিকে চান তার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়! আমার যে পোড়ার মুখ!"

দোকানি। "তোমার আবার পোড়ার মুখ, তোমার আবার পোড়ার মুখ! আমার চকে সোণার মুখ।"

দোকানিনী। "আ রেখে দেও ঠাটের কথা! এ মেয়েমানুষটি স্বর্গ হতে এসেছে, একে দেখিলে আমার যত ভক্তি হয় এমন দুর্গাপ্রতিমা দেখিলে হয় না। হে হরি! এই দয়া কর মরে যেন ঐ মেয়েমানুষটির গুণ পাই।"

দোকানি। "আমার বোধ হয় তার চেয়ে তোমার গুণ অধিক।"

দোকানিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, দোকানি সদাসর্ব্বদা সখিসংবাদ গাইত—গাইতে আরম্ভ করিল—

"আজ কৃষ্ণ চলছে, নিকুঞ্জ বন।
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।"

আর একজন দোকানি হুক্কা হাতে, তাহার নিকটে আসিয়া বলিল আমি একটা বিরহ গাই—

"তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে করে প্রাণ জুড়াব প্রাণ। তোমার কণ্ঠবাক্যে তুষ্ট হয়ে তপ্তজল করে যেন অনল নির্ব্বাণ।"

"ওহে প্রেম যদি পাকা ও অটুট হয় সে প্রেম বিচ্ছেদ জ্বালা ভোগ করে না—সে প্রেম সকল অবস্থাতে সমান থাকে ও দুঃখ কালে জল্ জল্ করে জ্বলে।"

একজন কলা কিনিতে এসেছিল—বলিল আরে ভাই, প্রেম দুই প্রকার এক পয়সার প্রেম আর এক দেলের প্রেম, দেলের প্রেম কোথায়?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার অন্তর আলোক ও অন্তরশক্তি লাভ।

আধ্যাত্মিকা কিছুকাল বিলক্ষণ যোগ অভ্যাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার—

ন 'দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো ন দেশকালৌ ন বায়ুরোধঃ।

যেমন তাহার এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছি—আমি স্বাধীনতা পাইতেছি তেমনি তাঁহার অন্তর আলোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে পারেন। যে জ্ঞান মনের দ্বারা লব্ধ তাহা অবিদ্যায় মিশ্রিত—রজ্জুবৎ। আত্মার দ্বারা জ্ঞান বাস্তবিক ও পরা জ্ঞান ও ঐ জ্ঞান মনের দ্বারা কথনই পাওয়া যায় না, তাহা কেবল আত্মার দ্বারা লব্ধ হওয়া যায়। এক্ষণে যাহাকে মেগ্নিটিজম (Magnetism) বলে তাহা পূর্ব্বে তন্মাত্র বলা হইত। ইহা সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধীয়। যাহার আত্মা যত উন্নত, সে (Magnetic) মেগনিটিক অথবা (Psychic) সাইকিক শক্তির দ্বারা অনেক রোগ আরাম করিতে পারে। সাকার নিরাকারের অধীন। আধ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিকশক্তি উদ্দীপ্ত হইলে তিনি ঝাড়িয়া দিয়া অনেককে আরাম করিতে লাগিলেন। আপামর সাধারণ লোক বলিল—"বাবা! এ'

LITHO: BY CALCUTTA ART STUDIO.

মেয়ে কি জাদু জানে! রোগীকে দুই এক বার ঝেড়ে দিলে সে অরোগী হয়।”

রোগের নির্ণয় বিনা পরিচয় না পাইয়া স্থির করিতেন ও রোগের বিবরণ তিনি যাহা কহিতেন, রোগী তাহাতে আশ্চর্য্য হইত। লাভালাভ ফলাফল, আরোগ্য, মৃত্যুর কাল কহিতে পারিতেন কিন্তু কহিতেন না। তথাচ দুই এক অবলা জেদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—হাগা মাঠাকুরুন—আমার স্বামী প্রায় দুই বৎসর বিদেশে গিয়াছে, বেঁচে আছে কি? এমত স্থলে উত্তর করিয়া মনোবেদনা দূর করাতে তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত হইতেন।

অন্তর আলোকের বর্দ্ধন প্রযুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ ঐ মহিলার আত্মার দৃষ্টিগোচর হইত ও যত হইত ততই এই জগতের প্রতি তিনি নির্ম্মম হইতেন। অনন্তদেবের কার্য্য অনন্তরূপে দৃষ্ট কেবল আত্মার দ্বারা হয়। মানব মনের দ্বারা কি অনুভব বা আরাধনা করিবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।

অনঙ্গমোহন বাবু ডাহা ব্রাহ্ম। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবের নিকট আদরণীয়—উচ্চ চরিত্র ও অবিবাহিত, বিবাহ করিবার বাসনা

তাহার মনে ঢেউ খেলাচ্ছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন উত্তমা সুশিক্ষিতা কন্যা তোমার সন্ধানে আছে? কেহ বলে, হাঁ আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চাহে না। এই অনুসন্ধান হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন ব্যক্তি বলিল, কাশীতে হরদেব তর্কালঙ্কারের এক অদ্বিতীয় চমৎকার রূপ ও গুণসংযুক্তা কন্যা আছে। যদি তাহাকে বিবাহ করিতে পার তবে প্রকৃত সুখী হইবে? সে মেয়েটি কি ব্রাহ্মিকা? তাঁহার যা নাম তাহাই তিনি—আধ্যাত্মিকা। অনঙ্গ শুনিয়া অভিভূত ও অস্থির হইলেন। তাড়াতাড়ি এক মুটা ভাত গিলিয়া একটা ব্যাগ বগলে করিয়া লইয়া রেলে উঠিয়া তাহার পর-দিবস কাশীধামে উত্তীর্ণ হইলেন। এক দোকানে কিছু জলপান করিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। রাস্তায় দুই একজন চেনা লোকের সহিত দেখা হল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, একি অনঙ্গবাবু যে? তাহাদিগকে বলি-লেন, "ভাই মাফ কর অতিশয় ব্যস্ত আছি।" তাহারা বলিল, "আরে অনেক দিনের পর দেখা একটা কথাই কও।" তাহাদিগের নিকট হইতে পাস কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন। পথে ভাবিতেছেন, এ মেয়ে-টিকে হস্তগত করিতে পারিলে চিরসুখী হইব। গৃহ এক্ষণে চিন্তাতে পূর্ণ, সেই চিন্তা তিরোহিত হইবে, গেহিনীর মুখজ্যোতিতে হৃদি-আকাশ চির জোৎস্নায় পূর্ণ থাকিবে। আমি যে চিন্তা বা কার্য্য করি তাহাতে সুখপাই

না, গৃহশূন্য চিন্তাতে সর্ব্বদা প্রপীড়িত। গেহিনীর বেশ পরিবর্ত্তনকরা আবশ্যক ও তাহাকে সমাজে লইয়া যাইতে হইবেক। একজন গায়ক পথে ইমন কল্যাণ রাগিণীতে গাইতেছে—

"জীয়ারা না রহে পিয়াকো না দেখ ওয়া।"

"পিয়াকে না দেখ ওয়া" শব্দ অনঙ্গের হৃদয়ে অনঙ্গ বাণস্বরূপ লাগিতে লাগিল। বলিলেন, "অরে প্রেম বড় বস্তু প্রেমেই লোকে পাগল হয়।" বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়াছেন। নানা পুষ্পের নিঃসৃত সৌগন্ধ আসিতেছে। ইতিমধ্যে অনঙ্গমোহন যাইয়া তর্কালঙ্কারকে প্রণাম করিলেন। তর্কালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, ও কি জন্য এখানে আসা?"

অনঙ্গ বিহ্বল হইয়া, কন্যাটির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তর্কালঙ্কার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারটা কি? আপনি কে?"

অনঙ্গ দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া,—"আজ্ঞা আপনার কন্যা, কন্যা,—"

তর্কালঙ্কার। "আরে বাবু খুলে বল?"

অনঙ্গ। "আপনকার কন্যা—কন্যা কি অবিবাহিত?"

তর্কালঙ্কার। "হাঁ।"

অনঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। আধ্যাত্মিকা তাহার মনের ভাব দেখিতেছেন।

অনঙ্গ বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ব্রাহ্ম পরিব্রাজক আপনকার কন্যার অসামান্য গুণ ও ধর্ম্মভাব শুনিয়া আপনকার চরণ দর্শন করিতে আসিলাম। যদি আমাকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে দেন তবে আপনকার চিরকিঙ্কর হইয়া থাকিব।"

তর্কালঙ্কার,—"বাবা স্থির হও, তুমি অনাহারে আছ, ভোজন কর। আমার প্রতি যে এত উচ্চ ভাব প্রকাশ করিলে, তাহার জন্য আমি আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার কন্যা ভগবানে মগ্ন, আত্মতত্ত্ব লাভার্থে নিষ্কাম ও নিরূপাধিক কার্য্য করেন ও ধ্যানানন্দে সদানন্দ। আমি যে পর্য্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় জানি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি পতি গ্রহণ করিবেন না। তিনি ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় ধ্যানবলের দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিতেছেন, যাহা ভৌতিক ও প্রকৃতি সংযুক্ত তাহা হইতে অতীত হইবার অভ্যাস করিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন তাহাদিগের পতি প্রয়োজন, কারণ পতিগ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্ব্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কামভাবের উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন। এই নিষ্কামভাব বর্দ্ধনার্থে মৃতপতির জন্য এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব জীবন উন্নত করিবার লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য। যাহারা ঊর্দ্ধ শ্রেয় পথে গমন করে তাহারা আর প্রেয় পথে ফিরিয়া আইসে না।"

অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনকার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মনুষ্য নহেন—শারীরিক ও মানসিক ভাবশূন্য। আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি।"

দুই তিন দিবস তথায় থাকিয়া অনেক সদালাপ ও আতিথ্যের পর অনঙ্গ স্ফীতচিত্তে পিতামাতা ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—সঙ্গীত।

দিনমণির হিঙ্গুলবর্ণে আকাশ ও বৃক্ষাদি সুশোভিত। যেস্থানে বাবুদিগের বৈঠক হয়. সে স্থানে কদম্ব বৃক্ষের পত্রেতে সূর্য্য-অস্তমিত-আভা চাকচিক্য করিতেছে। বনওয়ারীলাল বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন ও কানেড়ার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গাইতেছেন,—

"খরজরি খবগান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ এ এ।"

কতিপয় রাস্তার ছোঁড়ারা জমিল ও বাবুর হেঁড়ে গলা-নির্গত স্বর শুনিয়া মুখ মুচ্‌কিয়া হাসিতে লাগিল। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বনওয়ারীলাল ধ্রুপদ রাখিয়া দ্বিপদ অবলম্বন করত তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাহারা

দৌড়িয়া পিট্টান দিল। ক্রমে ক্রমে সকল সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, " আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্শ্রম।" স্তুতিবাক্যের স্রোতে বনওয়ারীর বদন হইতে হাসি ও জিহ্বার রস উদরোপরি লীলা করিতে লাগিল।

ক। "ভাল, মহাশয়! আপনিতো সঙ্গীত শিখিয়াছেন, ইহার আদি কি?"

বন। "ঋষিরা ও গন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। বেদ সঙ্গীতের স্বরে পঠিত হইত। গন্ধর্ব্ববিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত। সঙ্গীতের নাম নাদবিদ্যা। নাদ সপ্ত প্রকার স্বরে বিভক্ত; খরজ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিযাদ। এই সপ্তস্বরের তিন গ্রাম। উদারা নাভি হইতে, মুদারা গলা হইতে ও তারা মস্তক হইতে। বেদান্তে এই তিনের নাম উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত বলে।

"দুই স্বরের ব্যবধানে সুরতি, মূর্চ্ছনা ও গমক। কোন গান এক সুরে হয় না। এক এক স্বরের আরোহি ও অবরোহি অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও নিম্ন গমন আছে। এজন্য দুই তিন ও চারি ভাগের সীমা পর্য্যন্ত এক এক স্বর যাইতে পারে ও ঐ সীমা অতীত হইলে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। স্বরের কম্পনের নাম গমক ও এক স্বর হইতে অন্য স্বরে গমনের নাম মূর্চ্ছনা। তাল একটি আঘাত ও একটি বিরাম। নানা তাল লঘু গুরু নিয়মের দ্বারা ধার্য্য হয়। মূর্দ্ধণি হইতে স্বর ও আঘাতের উৎপত্তি। নাদ

মূর্দ্ধণি অতীত হইলে আত্মাতে লয় হয়। লয় অবস্থাতে নাদ নির্ব্বাণ এবং রাগ ও তাল নাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারকদিগের নাম নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও ভারত। প্রাচীনমতে ছয় রাগ ;—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ। মতান্তরে রাগের নাম—ভেঁরো, মালকোষ, হিন্দল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। এক এক রাগের ছয়টী ছয়টী স্ত্রী। মুসলমান রাজাদিগের সময় সঙ্গীত আলোচনা হয়। স্বর যাহা ধার্য্য হইয়াছিল অর্থাৎ সারগম তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় ইনা। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক জন্মিয়াছিল—হরিদাস, তানসন, গোপালনায়েক, বঞ্জু-বাওবা, সদারং, আদারং। সেই সময়ে অনেক নূতন রাগিণী, নূতন প্রকার গান ও নূতন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।"

কু। "আপনি কত রকম গান জানেন?"

~~বন~~। "ধরু, ধ্রুপদ, খেয়াল, সোরবন্দ, তেরাণা, চতুরঙ্গ, পাচরং, সসরং, নক্সগুল, টপ্পা, লাওনি, চিসতন, গজল, রেক্তা, রোবাই। ভারি ভারি তালও জানি ও সঙ্গত করিতে পারি। ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষীতাল পটতাল, সুরফক্তা, চৌতাল, ছোট চৌতাল, ঝাঁপতাল, ও অন্যান্য নীচেকার তাল বাজাতে পারি।"

খ। "মহাশয় একটা গান।"

বন। (মুলতান—মধ্যমান।) "গোকুল গাঁওকো ক্রোশরারে"—এমন সময়ে দুই জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল,—"মহাশয় গো!

রামহরিবাবুকে তীরস্থ করা গেল।” অ্যাঁ—বলিস্ কি? বলিয়া সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বেগে চলিলেন।

জগৎ অদ্ভুত। এই পূর্ণিমা—এই অমাবস্যা—এই আহ্লাদ, এই অনাহ্লাদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার এক বিবির সহিত আলাপ ও
ক্লেরভোয়েণ্টশক্তি প্রকাশ।

কাশীর প্রান্তভাগে এক রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া জোয়ানপুরে যাওয়া যায়। একার ঘর্ঘরাণি শব্দ নিরন্তর হইতেছে। সে স্থানের অনতিদূরে একখানি সুনির্ম্মিত আটচালা, চতুর্দ্দিকে আম্র ও সুপারি গাছ। সম্মুখে একটি ঝিল, আটচালাতে এক বিবি থাকেন। তিনি পল্লীস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। সকলেই তাঁহার স্নেহের বশীভূত। বিবি ধর্ম্মার্থে বালিকাদিগের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। যে সকল বালিকা দরিদ্র, তাহাদিগকে পড়ান ও বিশেষতঃ শিল্পকার্য্য শিখান, কারণ তাহারা নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যে সকল বালিকা মধ্যবর্ত্তী লোকের কন্যা, তাহাদিগকে পুস্তক অধিক পড়াইতেন; ও তাহাদিগের মন নীতিগল্পে যাহাতে অভিনিবেশ

হয় এমত যত্ন করিতেন। অন্যান্য পরিবারস্থ স্ত্রী-লোকেরা আধ্যাত্মিকার কার্য্য তাঁহাকে শুনাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন সময়ে গেলে ভালরূপে সাক্ষাৎ হয়।" সকলে বলিল—"বৈকালে।" বিবি আসিতে আসিতে মনে করিতেছেন—কি অদ্ভুত! বাঙ্গালির মেয়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মে শিক্ষিত, পরোপকারে এত রত যে অসীম আয়াসে ও ব্যয়ে পরদুঃখ বিমোচন করিতেছে। বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বিবি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিবিকে সম্মান ও সমাদর করিলেন। অন্যান্য বিষয় আলাপনান্তরে বিবি আধ্যাত্মিকার মুখ দৃষ্টি করত দেখিলেন, যে যদিও বদন সুন্দর কিন্তু মানবভাবশূন্য—মনে করিতেছেন, ইহাঁর আত্মার আদর্শ ইহাঁর বদন; দৃশ্যও শান্ত ও বাণীও শান্ত। যেখানে এত দেবচিহ্ন সেখানে এ সামান্য পৌত্তলিক মেয়ে হইতে পারে না। বিবি বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানিতেন ও দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগিনি! আপনার শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে।" আধ্যাত্মিকা আত্মপরিচয় দিলেন—"আমার আসল শিক্ষা অন্তর হইতে—বাহ্য জ্ঞানকে ধ্যানের দ্বারা শূন্য করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ও এখনও পাইতেছি। পুস্তকাদি পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছুই পড়ি নাই। আপনার

পরিচয় পাইতে বাসনা করি। আমি ইচ্ছা করিলে আপনার বৃত্তান্ত সকল বলিতে পারি; কিন্তু আপন মুখে শুনিলে সুখী হইব।” বিবি বলিলেন, “আপনি অগ্রে বলুন, যেটা যথার্থ না হইবে, আমি তাহা সংশোধন করিব।”

আধ্যাত্মিকা বলিলেন—“স্কটলণ্ড দেশে হাল সাহেব নামক একজন সদাগর ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে এক শাঁকো দিয়া অন্য স্থানে আসিতেন। ঐ শাঁকো দিয়া একজন যুবতী ভদ্রকন্যা আসিতেন। প্রতিদিন তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হওয়াতে আলাপ হইল, পরে প্রণয় জন্মিল, পরে বিবাহ হইল। বিবির নাম মেটিল্ডা, আপনি তাঁহাদিগের কন্যা। আপনাকে প্রসব করিয়া আপনার মাতা লোকান্তর গমন করিলেন। আপনার পিতা শোকে মগ্ন হইয়া অস্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন। বাণিজ্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; পরে কর্ম্মকার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গির্জ্জা, হাসপাতল ও বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ও দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচনার্থে অর্থ ব্যয় করিতেন ও পুনর্ব্বার সংসার করিবার ইচ্ছা নির্ব্বাণ করিলেন। অপনাকে ক্রোড়ে করিয়া স্নেহ করিতেন ও চক্ষে অশ্রু আসিলে অমনি মুখ ফিরাইতেন। আপনি ষোল বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন আপনার—পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘বাবা! আমার কি মা নাই?’ আপনার পিতা খেদ সম্বরণ না করিতে পারিয়া

হাতরুমাল চক্ষে দিয়া রোদন করিলেন ও তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেক বিবি আপনার পিতার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। কিছুকাল পরে আপনার পিতা পরলোকে গমন করিলেন ও আপনি তাঁহার সম্পত্তি পাইলেন। একাকিনী নিস্তব্ধে আপনি ঈশ্বর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুবক আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইল, আপনি রূপবতী, গুণবতী ও ধনশালিনী, কিন্তু আপনি কোন স্থানে যাইতেন না ও কাহাকেও আহ্বান করিতেন না, সুতরাং কেহই আপনকার নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব করিতে সক্ষম হইল না। যেরূপ এতদ্দেশে বিধবা নারীরা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করে অর্থাৎ শরীর শোষণ, ইন্দ্রিয়াদি দমন ও আত্মার উন্নতি সাধন, সেইরূপ অভ্যাস আপনি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আপনার চিত্ত এই হইল যে, বিবাহ করিবার অপেক্ষা জীবন নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যাপন করিলে ঐশ্বরিক আনন্দলাভ হয়। এই স্থির করিয়া আপনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এক্ষণে কৃষকের ন্যায় কর্ষণ করিতেছেন, ভগবান করুন আপনার অনন্তফল লাভ হউক।”

বিবি দাঁড়াইয়া আধ্যাত্মিকার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করিয়া বলিলেন,—“আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটী কথাও অসত্য নহে। আমাদিগের দেশে এ বিদ্যা আছে তাহাকে সেকেণ্ড সাইট (Second Sight) বলে, কিন্তু

আপনার আত্মা অধিক উন্নত।” দুই জনের অন্তর-অবস্থা দুই জনে জানিয়া একজনের স্বরূপে কিয়ৎকাল শান্ত হইয়া থাকিলেন। পরে তর্কালঙ্কার বিবিকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। বিবি বলিলেন,—“আমি যে এত সমাদর ও প্রেম পাইব তাহা প্রত্যাশা করি নাই। আমি জানিতাম আমরা ম্লেচ্ছ জাতি, অস্পর্শীয়, এক্ষণে আশ্চর্য্য হইতেছি, কি আপনাদিগের উদার-ভাব!”

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, “প্রেম, হৃদয়সম্বন্ধীয়, জাতি সম্বন্ধীয় নহে।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—সুশিক্ষিত যুবক ও পঞ্চায়েত।

যদিও রাগরাগিণী সময় অনুসারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্র করে।

বনওয়ারী ভোজনান্তে নিদ্রা না যাইয়া কদম্বতলে তকিয়া ঠেসান দিয়া “মিয়া মল্লা রি, না, তা, না,” দ্বারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি এক সুরো, খরজে পূর্ণ। দুই এক মাগি জলের কলসি লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আওয়াজ শুনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগেমেগে বলিলেন,—“যাও তোমরা কি তামাসা পেলে?”

ক্রমশঃ অন্যান্য বাবুরা উপস্থিত হইলেন।

ক। কালেজে ও স্কুলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী পড়িতেছে, তাহারা তোতা-পাখী অথবা টিয়ে পাখীর ন্যায় বাঁধাগত "রাধাকৃষ্ণ বল" পড়িতেছে, কেটে-ছিঁড়ে উঠ্‌তে পারে না। মস্তিষ্কতে যাহা পূরিত তাহাই কায়ক্লেশে বাহির করে। তাহাদিগের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শক্তি ও অন্যান্য বৃত্তির চালনা অল্প ও ধর্ম্মভাব সামান্য— অনেকেই নাস্তিক—অনেকে কমটির মত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা আস্তিকতার বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্ম্মভাব কোথায়? অনেক স্থলে নামমাত্র। এই ধর্ম্ম-ভাবের বিরহে পরিবারের উন্নতি হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহা অনুকরণীয়। অন্তর ভাবের উদ্দী-পন অল্প, বাহ্য পরিচ্ছেদ ও বাহ্য প্রণালীর জন্য অধিক আলোচনা। আর এক আক্ষেপের বিষয় এই সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অধিক অভাব। তাহা-দিগের মধ্যে একজন বিপদে পড়িলে কয়জন তাহার জন্যে কাতর হয় বা সাহায্য করে? এবিষয়ে ইংরাজ জাতি ধন্য—একজন বিপদ বা ক্লেশে পতিত হইলে সমস্ত জাতি শুনিবামাত্র একমনা হইয়া তাহার সাহায্য করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এস্থলে বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এ পিশাচভাব ধর্ম্ম অনুশীলন অভাবে হইতেছে। পূর্ব্বে সুহৃদ্‌ভাব ও পর-হিতভাব অধিক ছিল। তাহা এক্ষণে কোথায়? বাহ্য আড়ম্বরে অধিক অনুরাগ। পূর্ব্বে সকলে গুরুজন ও প্রাচীনদিগকে অভিবাদন ও সম্মান করিত। এক্ষণে

ছোঁড়ারা এক নমস্কার ঠোকে—নমস্কার সমানে সমানে চলে। এটি অহংতত্ত্বের চিহ্ন।

প্রত্যেক গ্রামে পূর্ব্বে পঞ্চায়েত ছিল। তাহারা গ্রামের সকল কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিত এবং তাহাদিগকে সকলে মান্য করিত। কাহার অপকার করিব না, যাহা যথার্থ তাহাই করিব; একভাবে সকলে যেন এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত। এক্ষণে কোন কোন স্থানে মিউনিসিপেলিটিতে পূর্ব্বের ভ্রাতৃবৎ ভাব জলাঞ্জলি হইয়াছে। পরাক্রম পাইয়া পরস্পর খোঁচাখুচি করে। ইহারা কি সুশিক্ষিত ব্যক্তি?—তবে ধর্ম্মভাব কোথায়? বোধ হয়, পর্ব্বতের গুহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। শিক্ষাতে ধর্ম্মভাবের বড় আবশ্যক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণীর সাংঘাতিক পীড়া।

তর্কালঙ্কার স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ, অর্দ্ধ প্রাণ, অর্দ্ধ আত্মা দেখিতেন। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। কন্যা দিবারাত্রি মাতার শয্যার নিকট বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। এদিকে বৈদ্যদিগের পরামর্শ, ঔষধির বিবেচনা ও রোগের মুহুর্মুহুঃ গতি নির্ণয় করার ত্রুটি কিঞ্চিন্মাত্র হইতেছে না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি, নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও শ্বাসের প্রারম্ভ। স্বামী কাতর ও অন্তরে দুঃখে মজ্জিত।

কন্যা শান্ত ও সমাহিত; বৈদ্যরা বলিলেন, "এক্ষণে তীরস্থ করিবার সময়।" কন্যা খট্ট উপরি মাতাকে শয়ন করাইয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন, পরে পিতার চরণের ধূলি তাঁহার মস্তকে দিয়া কপালে সিন্দুরের রেখা স্বহস্তে বিলেপন করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে সম্ভাষ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার স্ত্রীজন্ম হয়, তো আপনার ন্যায় ভর্ত্তা যেন পাই।" ব্রাহ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া জীবনহীন পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্যা খট্ট ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ও বলিলেন, "লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চল, মাতা দিব্যধামে গমন করিতেছেন।" মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন দিনমণি অস্তমিত হইতেছে, নানা বর্ণীয় আভা তাঁহার মাতার বদনোপরি পতিত—নয়ন উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে পূর্ণ, এমত যে চমৎকার সূর্য্য-আভা সে আভা অপেক্ষা তাঁহার জননীর যে আত্মার আভা তাহা যখন চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ যোগীরা বলিল, "মাই! আনন্দভও জননী জ্যোতির্লোকে গ্যায়া।" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া কন্যা পিতার হস্তধারণপূর্ব্বক বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া দুহিতা পিতার নিকট জলযোগ আনিয়া দিলেন। পিতা বলিলেন,—"বৎস! তিন চারি দিন তুমি দিবারাত্রি বসিয়াছিলে, মুখেতে এক ফোটা জলও দেও নাই; তুমি আহার করিলে আমি আহার করিব।" কন্যা বলিলেন, "আমি মাতৃহীনা, মাতার ঋণ

কেহই কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারে না। এক্ষণে আপনিই মাতা, আপনিই পিতা। আপনি আহার করিলে আমি প্রসাদ পাইব।”

সে রাত্রি মাতার চিন্তায় যাপিত হইল, প্রভাত হয় হয় এমত সময়ে মাতা আসিয়া কন্যার মুখচুম্বন করত বলিতেছেন,—“বৎস আমি উত্তম লোক পাইয়াছি—সে লোকে অনেক ধর্ম্মপরায়ণা নারী ঈশ্বরকে জীবনের জীবন করিয়া নব জীবন যাপন করিতেছে। মা! আমি সুখে আছি। অল্পদিনের মধ্যে এই পরিবারে দুর্ঘটনা ঘটিবে, আপন পিতাকে শান্ত রাখিও।” আধ্যাত্মিকা স্বীয় আত্মা-আলোকের দ্বারা যে ঘটনা ঘটিবে তাহা অবগত হইয়া কৈবল্যাবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিলেন।

বৈকালে বিবি আসিয়া ব্রাহ্মণীর জন্য অনেক দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। আধ্যাত্মিকা বলিলেন—“ভগিনি! মস্তিষ্ক অধীন অবস্থাতেই পার্থিব ক্লেশ ও বৈকারিক যন্ত্রণা—মস্তিষ্কাতীত অবস্থাই মনস্মনী অবস্থা—ঐ অবস্থা শিব অবস্থা, অভয়, অশোক, সুখ দুঃখ সম, আশা নৈরাশ সম। ত্রিতাপ বা কোন তাপ থাকে না, অন্তর বাহির শান্ত—সমাহিত।” বিবির বদন এই উপদেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“গার্হস্থ, সমাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কি কি উপযোগী কার্য্য?” আধ্যাত্মিকা বলিলেন, “আমাদিগের উন্নতির অনন্ত সোপান। এক এক

সোপানে আরূঢ় হইলে অনন্ত ঊর্দ্ধগতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। গৃহ-আশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধাচার অভ্যাস করিলে আত্মার উন্নতি কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী, পিতাপুত্র, দুহিতা, পুত্রবধূ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেই পরস্পর স্নেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অনেক স্থলে কেহ পরবেদনায় পীড়িত হইয়া পরস্পর আনুকূল্য করে এবং এই অভ্যাসে কাহারও কাহারও চিত্ত এরূপ উন্নত হয় যে, সে অপরের জন্য কাতর হইয়া থাকে। এই গার্হস্থ্যভাব অন্যের প্রতি আনীত হইলে বিস্তীর্ণতা অথবা সামাজিক অবস্থা ধারণ করে; কিন্তু নানাত্ব ও বহুত্ব প্রযুক্ত গৃহে ও সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার জন্য নির্জ্জনে বিশেষ অভ্যাস ও আরাধনা চাই। যে সকল অভ্যাসে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, গৃহে ও সমাজে বদ্ধ থাকিলে সে সকল অভ্যাস হয় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, অতএব আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জীবন সেই দিকে নিয়োগ করিতে হইবে। আশ্রম লক্ষ্য নহে ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষ্য।” বিবি আনন্দচিত্তে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অশুভ সংবাদ।

কন্যা পিতার নিকট বাগানে বসিয়া রহিয়াছেন। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি ও পুরুষ, সার ও অসার,

সাকার ও নিরাকার, জড় ও অজড় এই সকল কথা লইয়া স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে দুই জন পাইক চীৎকার করত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" তাহারা যে লিপি আনিয়াছিল তাহা তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে তাহার প্রত্যেক অক্ষর কন্যার অন্তরগোচর হইল। ব্রাহ্মণ লিপি পাঠ করিয়া সাতিশয় ম্লান হইলেন। লিপির মর্ম্ম এই যে, "সুন্দরবনের জমিদারী বানেতে প্লাবিত হইয়াছে। প্রজা সকলের গৃহ জলমগ্ন, গরু সকল মরিয়া গিয়াছে, ফসল একেবারে নষ্ট ও একটী প্রাণীও জমিদারিতে নাই—সিন্দুকে যে কয়েক হাজার টাকা ছিল, তাহা ডাকাইতে অপহরণ করিয়াছে—যে সকল প্রহরী ছিল তাহারা রুকিয়া ছিল এজন্য অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ করিয়াছে।' আমরা এক বৃক্ষের উপরে রহিয়াছিলাম, তিন দিনের পর দৈবযোগে এক শালতি পাইয়া এক দোকানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।"

আধ্যাত্মিকা একজন চাকরকে কহিলেন, "এই দুই জন পাইককে আহার ও শয্যা দেও।"

তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন, "বোধ হয় তোমার মাতা আমার লক্ষ্মী ছিলেন। এতদিন পায়ের উপর পা দিয়া স্বীয় প্রতাপে ও প্রতিদিন সদাব্রত করিয়া কাটাইয়াছি, এক্ষণে ভদ্রাসন ও বিষয়াদি বন্ধক দিতে হইবে। জমিদারির মালগুজারি মবলক টাকা ও জমিদারি দুরস্ত করিবার জন্য অনেক টাকা চাই।" আধ্যা-

ত্মিকা বলিলেন, "পিতঃ! আত্মার শান্তি রক্ষা করুন, অন্তর শান্ত থাকিলে বাহ্যপীড়ার ভয় নাই। আপনি সাক্ষাৎ ঋষি—বাহ্য অতীত, যিনি অন্তর্যামী অন্তরে শীতলতার জন্য তাঁহাকে ধ্যান করুন।" পিতা কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও অচিরাৎ শান্তিলাভ করিলেন। আত্মা প্রবল থাকিলে বাহ্য-প্রেরণা মস্তিষ্কে অল্পকাল স্থায়ী হয়। পরে গৃহাদি বন্ধক দেওয়া হইল ও হাতকর্জ্জা করিয়া জমিদারি দুরস্ত হইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় গোলযোগ।

পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক; এক প্রকার স্বর্গীয়, যাহারা পর-বিপদ ও পর-সম্পদে আত্ম-বিপদ ও আত্ম-সম্পদ জ্ঞান করে ও পরহিতার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করে; আর এক প্রকার নারকীয়—যাঁহারা অন্যের বিপদ আপনাদিগের সম্পদ জ্ঞান করে ও পরের অহিতার্থে নানাপ্রকার চেষ্টা পায়, পরপ্রশংসায় জ্বলিয়া উঠে ও পরনিন্দা অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, দোকানে ও বাজারে জনরব হইতে লাগিল, "হরদেব তর্কালঙ্কার গেলেন।" কেহ কহিতেছে, "যাবে না—জেতে বামুণ, ভিখারীর জাত, এত লম্বা চৌড়াই

বা কেন? রোজ বাটীতে সদাব্রত,—তুই কেরে বাবু?” অন্য একজন বলিল, “খুব হয়েছে, বেটার একটা যোল বৎসরের মেয়ে, বিবাহ দিলে না, সেই পাপ এখন ভোগ কর্‌ছে।” একজন ভদ্রলোক রোদন করিতে করিতে যাইতেছে, অন্য একজন আলাপী জিজ্ঞাসিল, “মহাশয় কি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন?” সে ব্যক্তি বলিলেন,— “হরদেবের বিপদেতেই আমার বিপদ। ঈশ্বর করুন যে তিনি এ বিপদ হইতে মুক্ত হউন। আমার হাতে অর্থ থাকিলে আমার সকল অর্থ তাঁহাকে দিতাম।”

মেয়েদিগের মধ্যেও এবিষয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নৃপবালা। “এই শুনিয়াছিলাম বামুণের মেয়ে নাকি বড় যোগিনী,—কৈ বাপকে রক্ষা করতে পার্‌লে না?”

রাজবালা। “যা বরাবর হচ্চে তাই ভাল, ছেলে-বেলা যমপুকুর, সেজুতি, পঞ্চমী ও অন্যান্য ব্রত কিছুই কর্‌লে না। ওমা! বই পড়ে ও চোক বুঝ্‌লে কি হবে?”

মনোরমা। “ওগো তোমরা সে মেয়েমানুষটীকে দেখ নাই কেন মিছে মিছি বাক্‌চাতুরী কর্‌ছ? তাকে দেখ্‌লে পুণ্য হয় আর পার্থিব শুভাশুভ কি কারো হাতে? তর্কালঙ্কারের দুঃখের কথা শুনিয়া সমস্ত রাত্র কাঁদিয়াছি, পতিকে বলিলাম, আমার যে গহনা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই সাধু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থে লইয়া যাও।”

স্বামী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার নিকট হইতে তর্কালঙ্কার দান গ্রহণ করিবেন না।"

তিন বৎসর গত হইল, জমিদারীর আয় বন্ধ। স্থিতি-ধন কিছু নাই। তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বিক্রয় হইল, কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়। ব্যয় ক্লেশে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। অন্যকে অন্ন বস্ত্র দেওয়া দূরে থাকুক; আপনাদিগের দিন যাওয়া ভার। সিংহ পতিত না হইলে শৃগাল পদাঘাত করে না, পদস্থ ব্যক্তি অপদস্থ না হইলে, গঞ্জনাপাত্র হয় না। বাটী-বন্ধকওয়ালা ও খতি পাওনাওয়ালারা আপন আপন টাকার জন্য তর্কালঙ্কারকে পীড়ন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রে তাঁহার গ্লানি ও অধার্ম্মিকতা ঘোষিত হইল। টাকা না দিতে পারাতে পাওনাওয়ালাদের মনে রাগ ও দ্বেষ জন্মিল। তাঁহার নিকট কেহ কেহ আত্মীয়ভাবে এই সকল অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করে। পিতা ও কন্যা তাহা শুনিয়া বলেন, "যদবধি আত্মা প্রকৃতিশূন্য না হয়, তদবধি তমস্ অতীত হওয়া যায় না, অতএব এই নিন্দা তুমি যাহা বল ইহাকে আমরা চেতনা বলি। যাঁহারা আমাদিগকে এরূপ নিন্দা দ্বারা চেতনা দেন জগদীশ তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। এই পরীক্ষা হিতজনক।" একজন চিড়চিড়ে পাওনাওয়ালা অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের, নিকট হইতে রাগ ও ঈর্ষা

সংগ্রহ করত ফটাস্ ফটাস্ করিয়া উপস্থিত হইলেন। "কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খুব ডলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্ম্মের ছলা, আর একদিকে দিনে ডাকাতি! গলায়দড়ে জাতিই অন্তজ। কিছু যে বল্‌ছ না?" পিতা ও কন্যা এই সকল নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কি না তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। বাহ্য ঝটিকার ঔষধি সহিষ্ণুতা।"

চিড়চিড়ে ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য্য হইল, অনেক গালমন্দ দিলাম তবুও শান্ত। একটু নরম হইয়া—"এক ছিলিম তামাক আনাও। মেয়ের বিয়ের কি কর্‌লে?" কন্যার দিকে চেয়ে "কেমন গো, বে কর্‌তে ইচ্ছা হয় না?" কন্যা, না রাম, না গঙ্গা—মৃদু হাস্যান্বিত হইয়া থাকিলেন।

বলরাম আসিয়া উপস্থিত, বলরাম বাবুর সহিত তর্কালঙ্কারের অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল, কেবল পাকতৈপার ভেদ। বলরাম তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক প্রকারে উপকৃত ও তাঁহার অনাটন শুনিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, সেই টাকা না পাওয়াতে নানা লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন, তর্কালঙ্কার টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছে কাহাকেও দিবে না। মনেতে রাগের উগ্রতা জন্মিয়াছিল, তাহা প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। পিতা ও কন্যা বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় শান্ত হইয়া থাকিলেন। বলরাম বলিলেন, "এ জোয়াচুরির তুলনা

নাই।” এই কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে হেমেন্দ্র বাবু আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, “তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনাকে কখন দেখি নাই, আপনকার সচ্চরিত্র, সৎকার্য্য ও আপনার কন্যার দেবপ্রকৃতি শুনিয়া আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম, আপনি যে এ টাকা দিতে পারেন এমত বোধ হয় না। আমার অতিশয় আনন্দ যে এ টাকা আপনার অভাব মোচনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাকে দেওয়া ও ঈশ্বরের কার্য্যে দেওয়া সমান। এক্ষণে আপনার খত আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি,” এই বলিয়া খত ফড়্ ফড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দুই অবস্থাতেই পিতা কন্যা সমভাবে থাকিলেন। চিড়চিড়ে ও বলরাম কিঞ্চিৎ অন্যমনা হইলেন—কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, “তর্কালঙ্কার ভাই! কিছু মনে করিও না কাযটা ভাল হয় নাই। এখন দেখিতেছি, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য লোভ, রাগ বা অন্য কোন রিপু-অধীন থাকে সে পর্য্যন্ত সে সকলই করিতে পারে। এই তর্কালঙ্কার দেবতাতুল্য মনুষ্য—ইহাঁকে কি না বলিলাম, ছার টাকাই পৃথিবীর ঈশ্বর!”

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার জমিদারিতে গমন—কন্যা কিরূপ থাকিতেন।

ঝটিকা অষ্টপ্রহর বহে না, জোয়ার দিবারাত্রি থাকে না, বর্ষণ অবিশ্রান্ত হয় না। নিন্দা গেল, অপবাদ গ্লানি কিয়ৎকাল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তেজোহীন হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন—"মা যদিও এক্ষণে পাওনাওয়ালারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে তথাচ আমার কর্ত্তব্য যে তাহাদিগের ঋণ যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্র পরিশোধ করি। একারণ আমি স্বয়ং জমিদারিতে যাইয়া আপন চক্ষে সব দেখিয়া অপর ব্যয় নিবারণ করিতে চাহি।" কন্যা সম্মত হইলেন, যাওন-কালীন পিতা কিঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কন্যা কহিলেন—"পিতঃ! আমি জানি আমি আপনকার অতিশয় স্নেহের পাত্রী কিন্তু আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি ধ্যানযোগেতে সময় ক্ষেপণ করিব।"

তর্কালঙ্কার জমিদারিতে যাত্রা করিলে তাঁহার কন্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরাধনা ও ধ্যানযোগ অধিক করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্থহীনা হইয়া ভাবিলেন, যে নিষ্কাম কার্য্য বিনা অর্থতেও হয়। শুদ্ধভাব নানা প্রকারে অভ্যাসিত হয়। শুদ্ধ বাসনায় হয়—শুদ্ধ উপদেশে হয়—শুদ্ধ কার্য্যে হয়। যে সকল দরিদ্রলোক বাটীর নিকটে থাকিত তাহাদিগের কুটীরে যাইয়া যাহার যে কার্য্যের আবশ্যক হইত তাহা করিতেন।

কাহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন, কাহার কাপড় বিছানা সেলাই করিয়া দিতেন, কাহার শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন, রোদন করিলে মুখচুম্বনে ও স্নেহেতে শান্ত করাইতেন। সকলে বলিত, "মা লক্ষ্মী তোমার দেব-স্বভাব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত।" অনাটন ও অর্থাভাব জন্য চাকর দাসী দ্বারবানেরা সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল। একজন প্রাচীনা দাসী যে আধ্যা-ত্মিকাকে জন্মাবধি কোলে পিটে করিয়া মানুষ করিয়া-ছিল সে বলিল—"মা! আমি তোমার নিকট হইতে কোথায় যাইতে পারি না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।" এই বলিয়া আধ্যাত্মিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটস্থ দুঃখী দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা আধ্যা-ত্মিকার নিকটে সর্ব্বদা আসিত—তাঁহার মুখ দৃষ্টি করিলে তাহাদিগের দরিদ্রতা দূরে যাইত—তাহাদিগের তাপিত হৃদয় সান্ত্বনা-বারিতে সিক্ত হইত। তাহারা বলিল—"মা! আমাদিগের বড় সৌভাগ্য যদি আপনার পাদ-পদ্মে হাত দিতে পারি, আপনার সেবা করিতে পারি।" আধ্যাত্মিকা কহিলেন,—"বাছা তোমরা নানা ক্লেশে আছ, আপন আপন পতিপুত্রের ও ছেলেপুলের কার্য্য কর। আমার দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর আমাকে অন্তরে স্বাধীন করিয়াছেন, আমার আহার ও নিরাহার, নিদ্রা ও জাগরণ সমান।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তর্কালঙ্কারের কলিকাতায় ভজহরি বাবুর বাটীতে গমন।

তর্কালঙ্কার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে, এ আর সে কলিকাতা নহে, নূতন নূতন রাস্তা, নূতন নূতন ঘাট, নূতন নূতন বাটী। অনেক প্রাচীন বাটী ভগ্ন। অনেক নূতন ইংরাজি রকমে নির্ম্মিত। সকল স্থানেই বিদ্যার অনুশীলন, ধর্ম্মের চর্চ্চা। কেহ হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করিতেছে, কেহ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের দোষারোপ করিতেছে, কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে। কেহ কোন বিদ্যা ও কোন ধর্ম্মেতে মনোনিবেশ না করিয়া বোতলের জোরে একবারে বুঁদ হইয়া ব্যোমে উড্ডীয়ন করত ভবনদী পার হইতেছে। তর্কালঙ্কার ভাবিতেছেন, কোথায় যাই, সহরে থাকিতে গেলেই অনেক ব্যয় অথচ কিছু সম্বল নাই। ভজহরি বাবু এককালে আমার বড় বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তখন আমি বিষয়াপন্ন ছিলাম। যাহা হউক দেখা যাউক; পথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে ভাই, ভজহরি বাবুর বাটী কোথা?" "আজ্ঞা, ঐ যে ভাঙ্গা মন্দিরটি দেখিতেছেন, উহার পশ্চিমে।" আস্তে আস্তে তর্কালঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি নাকে চস্‌মা দিয়া পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন। নিকটে ব্রাহ্মণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তর্কালঙ্কার

উত্তর করিলেন, "আঁজ্ঞা, আমার নাম অমুক, আমার ধাম বারাণসী।" নিরীক্ষণ করত কহিলেন, "বোধ হয় আপনাকে চিনি।"

" আজ্ঞা, আমি পরিচিত, একত্রে পড়া ও আপনকার সঙ্গে কিছু বিষয়কর্ম্ম হইয়াছিল।" "আচ্ছা বসুন, সব মঙ্গল তো?"

"আজ্ঞা, ভগবান যে অবস্থায় রাখেন তাহাই মঙ্গল।"

"অদ্য এখানে থাকা হবে তো? তা হ'লে পাকশাকের উদ্যোগ করুন। স্নান হয়েছে?"—" আজ্ঞা, হাঁ।"

"অরে হরে, ভট্চাজ্ মহাশয়ের পাকশাকের জিনিস এনে দে।"

হরি। "যে আজ্ঞা।"

কর্ত্তা বাটীর ভিতর গমন করিলে, হরি চাকর আসিয়া বলিল,—"দেখিতেছি আপনি ঋষিতুল্য লোক আপনার খাদ্য আমি কি আনিব, উপস্থিত আদ কুনকে মোটা চাউল, মুটখানেক ডাউল, একটা বেগুন, একপলা তেল ও দুখানা চেলা কাঠ। বাবু বড় কষা, ভাঁড়ারের চাবি আপনারি হস্তে, জিনিসপত্র মেপে লন ও মেপে দেন। সকলের আহার হইলে পান্তা ভাতের হিসাব রাখেন। বাজার আপনি করেন, কাহারও প্রতি বিশ্বাস নাই। পরিবারেরা ছেঁড়া কাপড় দেখালে নূতন কাপড় পায়। হিসাবপত্র সব তুলটের কাগজে লেখা হয়। বাপ মার শ্রাদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে চুক্তি ফুরান। পূজা আহ্নিক কিছুমাত্র নাই। ঈশ্বরের নাম কখন লন না। দুর্গোৎসব

বন্ধ করিতে পারেন না; কেবল পাঁড় শসা, বরবটি কলাই, রসকরা ও পক্কান্নতে সারেন। ছেলেদের বলেন, ‘যা রেখে গেলুম পায়ের উপর পা দিয়া খাবে কিন্তু খবরদার খবরদার লোহার সিন্দুকের কাছ ছাড়া হইও না, ধন থাকিলে সব পাওয়া যায়। আমি একটা কথা বলে যাই আমাকে যখন গঙ্গাযাত্রা করিবে রূপার হুঁকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, কারণ অন্তরজলির গোলে চোরের পৌষমাস’।”

এই সকল শুনিয়া তর্কালঙ্কার স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, ও রন্ধন না করিয়া এক পয়সার চিনি আনিয়া পানা করিয়া খাইলেন।

বৈকালে বাবু গদিতে শয়ন করিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র ফুঁকুচেন। তর্কালঙ্কার বিদায় লইলেন ও বাবু আলবোলার নল নাকের উপর ঠেকাইলেন। আপনা আপনি বলিতেছেন, “এ পাপ গেল বাঁচা গেল, থাকিলেই একটা দায়ে ফেলিত। ওর ভাঁয়োরে বুঝিয়াছিলাম একটা দাও পেঁচ আছে।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল বাবুর বদান্যতা ও তর্কালঙ্কারের জমিদারীতে গমন ও মৃত্যু।

তর্কালঙ্কার পথিমধ্যে ভাবিতেছেন, কোথায় যাই। বিমলবাবুর পুত্র নির্ম্মল বাবু শুনেছি বড় ধার্ম্মিক,

তাঁহার নিকট যাওয়া যাউক। নির্ম্মল বাবু তর্কালঙ্কারকে দেখিবামাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন, ও বলিলেন,—"'অদ্য মে সফলং জন্ম;অদ্য মে সফলা গতিঃ;' কি নিমিত্তে এ নরাধমের দেব-দর্শন হইল?" তর্কালঙ্কার আপন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। নির্ম্মল মুগ্ধ হইয়া কাতরে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের কত টাকার প্রয়োজন?" তর্কালঙ্কার অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"দুই হাজার টাকা হইলে বোধ হয় কার্য্য সমাহিত হইতে পারে।" নির্ম্মল বাক্স খুলিয়া তৎক্ষণাৎ দুই হাজার টাকা দিলেন ও বলিলেন,—"টাকা ঋণ জ্ঞান করিবেন না, যাহার উচ্চ চিত্ত তাহার নিকট জগৎ ঋণী। এ টাকা আমার নয়, ইহা আপনার, আরও টাকার প্রয়োজন যদি হয়, তবে আমাকে জানাইবেন। আপনাকে সাহায্য করিতে আমার অসীম আনন্দ।" নির্ম্মলবাবুর নিকটে তর্কালঙ্কার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া জমিদারীতে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, সমস্ত ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, এক গাছি তৃণ নাই, বাঁধ বাঁধার লোক পাওয়া ভার, এক দিক্ বাঁধা হইতেছে, আবার ধস্কিয়া যাইতেছে, দাদন ও আগামি দিয়া প্রজা বিলি হইতেছে, তথাচ তাহারা আসিতে অনিচ্ছুক। কালেতে জমি উর্ব্বরা হইবে এক্ষণে গিরে থেকে খাজানা দিতে হইবে। জমি একবার ধসে গেলে ব্যাপক কালে সংশোধিত হয়। অসুবিধাতে অনেক গোলযোগ, অনেক ধর্ম্মঘট,

মন্দ বাতাসই প্রবল, ভাল বাতাস দিবার লোক অল্প। আজ যে নূতন মণ্ডল হয় সে কাল ভেগে যায়। সকলে বলাবলি করে এক জায়গায় আছি সেখান হইতে কেন আসিব? এ জমিতে ফসল করা কালঘাম ছুটবে। নায়েব বলিল,—"মহাশয় আমরা বলহীন। যে জমি বিলি করিতে গেলে পঞ্চাশ জন উচ্চ পাটাসেলামি দিত, এক্ষণে সে জমি কাহাকেও গতাইতে পারি না। লোভপ্রদর্শন না করাইলে জমি বিলি হইবে না। এক্ষণে টাকা ছাড়ুন বা খাজনার বিবেচনা করুন, দুয়ের একটা না হইলে বিলির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাৎ।" নায়েব আদেশ পাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল, ও বাঁধও মেরামত হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার অনাহারে লবণাক্ত জল খাওয়াতে অত্যন্ত ক্লেশে ও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সেখানে বৈদ্য নাই, সুতরাং পীড়া বৃদ্ধি হইল ও যখন তনু শীর্ণ হইল তখন আপন সূক্ষ্ম শরীরের চক্ষু দিয়া আপন বনিতাকে দেখিতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হইল, ও দুই জনে যেন একত্রিত হইয়া ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শরীর হইতে আত্মা ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হইয়া ভবপার হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তর্কালঙ্কারের মৃত্যুসংবাদ।
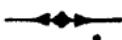
মৃত্যুসংবাদ তীরের ন্যায় বেগে গমন করে। মৃত্যু-সংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। কাশীতে কেহ কেহ পত্রের দ্বারা এই সমাচার প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ কন্যার কাণে উঠিল। কন্যা আপন আত্ম-চক্ষুতে দেখিলেন যে, অমুক তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় পিতাঠাকুর প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহার বিয়োগের অগ্রে মাতা আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পিতামাতা যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও দৃষ্ট হইল। পৃথি-বীর অতি উচ্চ অবস্থা সে লোকের সহিত তুলনা হয়। এদিকে আধ্যাত্মিকার জন্য অনেক স্ত্রীলোক কাতর হইয়া আস্তে ব্যস্তে ধাবমান হইল। কিন্তু আধ্যা-ত্মিকা খেদান্বিত নহেন, দুঃখান্বিত নহেন, শোকান্বিত নহেন; শান্তা, ধ্যানযুক্তা, আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন। সকল স্ত্রীলোক মনে করিল, ইহাতে মানব-প্রকৃতি শূন্য, ইহার প্রকৃতি দেবপ্রকৃতি। শিবালয়ে, দেবালয়ে, টোলে, কার্য্যালয়ে, বৈঠকখানায়, দরিদ্র-কুটীরে হাহাকার শব্দ হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, "আহা এমত মহাত্মা দেখা যায় নাই, তাঁহার এত অসীম পুণ্য না হইলে এমত দেবভাবপূর্ণা কন্যা কেন হইবে?" লোভাক্রান্ত হিংসাক্রান্ত ও তমোযুক্ত লোকেরা

প্রকারান্তরে নিন্দা করিতেছেন—"হাঁ, লোক ছিলেন ভাল বটে, কিন্তু বাহিরে যত ভিতরে সেরূপ ছিলেন না। অনেককে ফাঁকি দিলেন কেন? ধর্ম্মের ছালা বাঁধলেই তো হয় না, কার্য্যে সাফ চাই।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল, "যে সকল লোক নারকী তাহারা নারকীয় চর্চ্চা লইয়া কালযাপন করে। স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নিন্দা অবশ্যই করিবে। উদারচিত্ত ও যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্ম-দোষই শোধন করে—আত্ম-উন্নতিই সাধন করে, পরগ্লানি করে না, পর-ছিদ্র অনুসন্ধান করে না। পার্থিব ও জঘন্য চিন্তা-অতীত ব্যক্তিরা দোষ দেখিলে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নিন্দাকরণের যথার্থ কারণ নির্ণয় করে। স্বর্গীয় লোক একপথে চলেন ও নারকীয় লোক আর এক পথ অবলম্বন করে।" একজন বলিল, "সে সব কেতাবি কথা, আমরা স্পষ্টবক্তা, আমরা দোষ গুণ বলি, আমরা কার খাতির করি না।" আর একজন বলিল, "মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয়, এর পর কি ব্যভিচারদোষ ঘটবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণি বলিলেন, "অসার ব্যক্তিরা অসার কথা লইয়া কালযাপন করে। যাঁহারা সারত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা অসার ও পার্থিব অনুশীলন করেন না। ব্যর্থ অলীক পরহিত ব্যতিরেকে পরহানি-জনক কথা তাঁহাদিগের মুখ হইতে বাহির হয় না। এমন এমন লোক আছে, যে ধর্ম্ম ও সত্যের নাম অবলম্বন করত বাহিরে উচ্চতা দেখাইয়া অন্তরের নরক প্রকাশ

করে। অদ্ভুত জগৎ! মনের বিচিত্র গতি, মনস্বিনী না হইল ঘোর বিপদ। সংসার-অর্ণবের ঝটিকার বেগ ধারণ কে করিতে পারে?”

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবির সহিত আত্মসম্বন্ধীয় কথা।

অধ্যাত্মিকার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বিবি দুঃখিত হইয়া তাহার সমীপে আসিলেন। বিবি অতি কাতরা, বাষ্পে চক্ষু পূর্ণ, নয়নের নীর এক একবার উচ্ছ্বলিত হইতেছে। একটু সম্বরিয়া তিনি বলিলেন, “ভগিনি! তোমার দুঃখে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। মাতা গেলেন—পিতা গেলেন। এক একবার মনে হয়, যে তুমি বিবাহিত হইলে স্বামীর মধুময় স্নেহে সান্ত্বনা পাইতে। কিন্তু তুমি আমাদিগের দেশীয় নন্‌দিগের* ন্যায় অপার্থিব জীবন ধারণ করিয়াছ।”

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, “আপনার কাতরতা দেখিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে, যে যদ্যপি আমার প্রিয়তমা সহোদরা থাকিতেন তাঁহার হৃদয় আপনার হৃদয় অপেক্ষা করুণভাবে বিগলত হইত না। আপনি

---

* যাহারা “রোমেন কেথালিক” ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নন্‌নামে স্ত্রীলোকেরা আমরণ অবিবাহিত থাকে, তাহারা কেবল আরাধনা ও পরের হিতজনক কার্য্যে জীবনযাপন করে।

স্বামীর বিষয় যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে, স্ত্রীলোকের সৎস্বামী অমূল্য ধন; সম্পদে, বিপদে, দুঃখে সুখে দুই জনের একই প্রাণ, একই আত্মা, বিশেষতঃ ঈশ্বর-আরাধনায় দুই চিত্ত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে ঐ সাধনা উচ্চ প্রকারে সাধিত হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কাহারও সঙ্গ আবশ্যক হয় না। তখন আত্মা ধ্যানানন্দ-অমৃতপান পূর্ব্বক ব্রাহ্মানন্দ উপভোগ করে। এ অবস্থা গার্হস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার অতীত; এ অবস্থায় ব্রহ্মসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সঙ্গ আবশ্যক হয় না।”

বিবি বলিলেন,—“দিদি আমি সে অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য সে আলোকরহিত। হে জগদীশ্বর! এ আলোক কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করুন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে যে ঈশ্বর যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকেই আঘাত দেন; কারণ ঐ আঘাতে আঘাতিত ব্যক্তি সংশোধিত হয়।”

আধ্যাত্মিকা,—“একথাটি সত্য বটে। সে সকল আঘাত-দণ্ড বিপদস্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা দুঃখদায়ক বটে; কিন্তু ঐ দুঃখেতে চিত্তের উন্নতি ও ঈশ্বরজ্ঞানের বৃদ্ধি। যে পর্য্যন্ত আমরা মস্তিষ্কের অধীন সে পর্য্যন্ত সুখদুঃখ আশা, নৈরাশ অবস্থা। মস্তিষ্ক-অতীত অর্থাৎ মনমনী অর্থাৎ আত্মরাজ্যে স্থায়ী হইলে ‘অদুঃখং অসুখং অশোকং অভয়ং’— কেবল একই ভাব—“চিদানন্দরূপ ‘শিবোহং শিবোহং’—বাহ্য অন্তর সকলই শিবময়

বোধ হয়।” বিবি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ও আধ্যাত্মিকাকে বার বার চুম্বন করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীশিক্ষা।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে একজন ভদ্র-লোকের বাটী। প্রাতে একজন বৈরাগী গাত্রোত্থান করিবামাত্রেই ভৈরোঁ রাগে এই গানটি গাইতেন,—

“জয় পঞ্চানন পিনাকপাণে হে,
ত্রাহি ত্রাহি এ অভাজন হে।”

অনেকেই তাহার স্তোত্র শুনিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকিত। এই গানটী যেন ধর্ম্ম-চেতনার উদ্বোধক হইত। ঐ বাটীর গেহিনী অতি মিষ্টভাষিণী, প্রণয়িনী ও ধর্ম্ম-অনুশীলন-আকাঙ্ক্ষিণী। সন্ধ্যার পর পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ তাঁহার নিকট আসিত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া সদালাপে ও সৎ-চর্চ্চায় আত্মোন্নতি করিত। এই অনুশীলনের মূল আধ্যাত্মিকা। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে সে সর্ব্বদা ভাবিত, এই রমণী সর্ব্বপ্রকারে উচ্চ কিরূপে হইল। এ প্রসঙ্গ ঐ ভদ্র-লোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, গেহিনী বলিলেন, “ইটি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি। লেখাপড়া অনেকে শিখে বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিখিলেই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হয় না।

পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র স্মরণ কর। তাঁহারা উচ্চতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকের পার্থিব বাসনা ছিল না, সাবিত্রী-উপাখ্যান মনে কর। বোধ হয় তাঁহার তুল্য রমণী দেখা যায় না। বিধবা হইব, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। শ্বশুর দুঃখী, স্বামী দুঃখী, তাহা কিছুই নিবৃত্তির কারণ নহে—অমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। 'একই চিত্ত, যাহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তাহাকেই বিবাহ করিব, তিনি জীবিত থাকিলেও পতি, মরিলেও পতি। ইন্দ্রিয়সুখার্থে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা পতিগ্রহণ করিতেন না। পতিগ্রহণের তাৎপর্য্য যে, পতিতে ঔপাধিক প্রেম ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া নিরুপাধিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ধারণ করিবে। ঐ পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্য। কেবল লেখাপড়া শিখিলে তোতাপাখী অথবা রাধাকৃষ্ণ-বল এক হয়। আধ্যাত্মিক শিক্ষা না হইলে, শিক্ষা হয় না। কিন্তু সমাজার্থে শিক্ষা প্রয়োজন, এজন্য দশ রকম শিখিতে হয়।"

হেমলতা। "সে দশ রকম ল'য়ে আমরা কি করিব? আধ্যাত্মিকাকে দেখিয়া বোধ হয় বাহ্য চটক কিছুই চাহি না; সামাজিক নৈপুণ্য ইংরাজি-অনুকরণ। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা সমাজে যাইতেন বটে, কিন্তু গৃহে তাঁহারা অধিক কার্য্য করিতেন। আমাদিগের পূজা আহ্নিকে অনেকক্ষণ যায়। সংসারের কার্য্য আছে, আয় ব্যয়

দেখিতে হয়, বাটীতে কাহার রোগ হইলে তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হয়। পল্লীতে কাহার পীড়া, দুঃখ ও শোক উপস্থিত হইলে তাহার তত্ত্ব লইতে হয়। আমরা সালঙ্কৃতা হইয়া সমাজে কখন যাইব? স্বামী ব্রহ্মমন্দিরে আমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন। আমি বলিলাম; সমাজে যাওয়া অপেক্ষা ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া উত্তম বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকার শিক্ষা এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির আত্মা, অতএব সেই মন্দির পাইবার জন্য আমি নির্জ্জনে উপাসনা করি। সাধক নানাশ্রেণীয়, আমি একাকিনী; অথবা পতির সহিত উপাসনা করিলে আনন্দ লাভ করি।"

পদ্মাবতী। "কেন ভাই পতি যদি নানাস্থানে লইয়া যাইতে চান তবে যাইব না কেন? নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন আলাপ ও অনুশীলন, নূতন নূতন দ্রব্য দেখা ও অনুসন্ধান করা, আপন বাক্যকে মিষ্ট করা, জ্ঞানকে উচ্চ করা—এ সব কি কিছুই নয়?"

কুরঙ্গনয়নী। "যে স্থানে গমন করিলে ভদ্র আলাপ ও চিত্তের উৎকর্ষ হয়, সেখানে যাওয়া বিধেয়; কিন্তু হট্টগোলে যাওয়া উচিত নহে। কি জন্য সময় বৃথা যাপন করিব। এইখানে যেরূপ আমাদিগের আলাপ হইতেছে ইহাকেই সামাজিক কেননা বল? সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিকা ত সমাজে যান না। তিনি সামাজিক শিক্ষাতে কিছুই মন দেন নাই। যে শিক্ষা ও অভ্যাস তিনি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত সকল

শিক্ষা। তিনি গৃহরুদ্ধ নহেন—যে মনে করে সে তাঁহার নিকট যাইতে পারে ও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থে ছোট বড় এত লোক গমন করে; যে তাঁহার বাটীতে প্রতি-দিন সমাজ হইতেছে।”

হেমলতা। “তাঁর কথা ছেড়ে দেও। তাঁহার একই লক্ষ্য—একই মতি, একই অভ্যাস, একই কার্য্য। যে জন পারলৌকিক অনন্ত সমাজ অহরহঃ চিন্তা করে, ও উচ্চ অশরীর আত্মার ন্যায় জীবন ধারণ করে, তাঁহাকে ঐহিক সমাজের চিন্তা করিতে হয় না। ঐহিক সমাজ আপন আপনি তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে।”

পদ্মাবতী। “কিন্তু আমাদিগের তত উচ্চ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং আমাদিগকে পাঁচফুলে সাজি ও দশ কর্ম্মান্বিত হইতে হইবে। ‘আমাদিগের গৃহ চাই, সমাজ চাই ও পরকাল চাই।”

হেমলতা। “ওগো ঠাকরুন! তুমি দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে, এটি যে ভাই হয় না। আমাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধীয় না হইলে বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষা হইবে; কিন্তু সকলে ঈশ্বরকে সম-ভাবে চাহে না। যাহারা তাঁহাতে মগ্ন নহে ও যাহারা বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত, তাহাদিগের জন্য সমাজ না হইলে নিস্তার নাই। তাহারা দশ জনের সহিত আলাপ করিবে, দশ রকম জানিবে ও সামাজিক আমোদ উপভোগ করিবে।”

কুরঙ্গনয়নী। "তাহাতে বিশেষ উপকার কি? আমাদিগের ব্রত, নিয়ম, উপবাস ইত্যাদিতে অনেক উপকার। এ সকল পরলোক-হিতার্থে কৃত হয়। মনে কর, দুটি ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটী শুভদায়িনী। একভাব—ঈশ্বরকে কিরূপে পাব, কি অভ্যাস করিব ও কি চিন্তা ও কার্য্য করিলে পরলোকে ঊর্দ্ধগতি হইবে। আর একভাব—শরীর ও পরিচ্ছদ সুন্দর করিয়া সমাজে যাইয়া বাহ্যজ্ঞান ও সামাজিক নৈপুণ্য লাভ করিয়া সামাজিক আদর ও সম্মান পাইব। কিসে অধিক উপকার?"

হেমলতা। "উপকার উদ্দেশ্য অনুসারে কাহার ইচ্ছা হইতে পারে, যে সমাজের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ সংস্করণ করিব। কাহার লক্ষ্য হইতে পারে, যে আমি আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করিব, তাহাতে নিষ্কামভাবে যে উপকার করিতে পারি তাহা করিব। ইহার উপমা আধ্যাত্মিকা, উহার দ্বারা গৃহ, সমাজ ও সমস্ত দেশ উপকৃত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ব্বে ছিল ও এখনও তীর্থে, দেবালয়ে, অন্যের ভবনে গমন করিতে কেহ প্রতিরোধ করে না। যাহাদিগের সমাজের প্রতি মন তাহারা অবশ্যই সামাজিক হইবে। যাহাদিগের ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব, তাহারা ঐশ্বরিক কার্য্যে নিমগ্ন থাকিয়া গৃহ ও সমাজ অতীত হইবে, অথচ গৃহ ও সমাজ উজ্জ্বল করিবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

খগোলসম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরলোক।

পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রের মনোহর কান্তিতে পৃথিবী যেন স্নাত হইতেছে। পবিত্র আভাতে সমস্ত জীব জন্তু উৎসাহিত, স্ফুরিত, নবজীবিত। এরূপ বাহ্য আকর্ষণে কাহার অন্তর উদ্বোধন না হয়? আধ্যাত্মিকা একাকিনী বাটীর ছাদের উপরে নভোমণ্ডল দৃষ্টিপূর্ব্বক মধুর চিন্তনে প্রফুল্লনয়নী হইয়া স্রষ্টাতে অন্তর আহুতি প্রদান করিতেছেন। ইত্যবসরে কতিপয় প্রাচীনা ও নবীনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহাকে অভিবাদন, কাহাকে স্নেহযুক্ত অভ্যর্থনা পুরঃসর সকলকে সমাদর করিলেন। সকলেরই চক্ষু চন্দ্রের উপর। বামাহৃদয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দরশনে ঝটিতি অভিভূত হয়। কুরঙ্গনয়নী বলিলেন যে, "আকাশতত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না।" খঞ্জনগঞ্জনী বলিলেন, "এ প্রশ্ন পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি পরিষ্কার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না, কেবল আমার নাম ল'য়ে ঠাট্টা করিলেন।" প্রাণতোষিণী বলিলেন, "ও সব বাজে কথা যাউক। আমরা বাজে কথা ল'য়ে জীবনটা মিছামিছি কাটাই, কেবল দ্বেষাদ্বেষি ঠেষাঠেষি। দিদি! খগোল বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন,—"আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি তাহা বলি—

বেদেতে ঈশ্বরকে "অনন্ত" বলে। বেদের এই প্রেরণা আত্মা হইতে উপলব্ধ। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্তরূপে দেখেন। ঈশ্বরকে অনন্ত ও অসীমরূপে জানিবার জন্য খগোলবিদ্যা বিশেষ উপকারী। এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা কেবল পৃথিবী চিন্তা করি, অথচ পৃথিবীর নানা সমুদ্র, নানা পর্ব্বত, নানা নদী, নানা জাতীয় লোক, নানা পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি। পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যাবধি কেহই জানেন না। অনেক দেশ ভূমিকম্পে অথবা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুই চিহ্ন না থাকিতে পারে ও যদিও অনেক বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে তথাচ পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্ঞেয় অদ্যাপিও পূর্ণরূপে জানা হয় নাই। আমাদিগের পক্ষে পৃথিবী সম্পর্কীয় জ্ঞান গুরুতর জ্ঞান; কিন্তু অদ্যাপিও অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই পৃথিবী নভোমণ্ডলে কুমণ্ডলবৎ। যে সূর্য্য দিনমানে আমরা দেখিতে পাই তাহার অধীন এই পৃথিবী। সৌরজগৎ-মধ্যবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ রক্ষা করিতেছে। যে গ্রহ সূর্য্যের নিকট তাহার নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পর পৃথিবী, তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর বৃহস্পতি, তাহার পর শনি। এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য অচল, সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সচল; ইহারা স্বীয় কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র,

শুক্রের চারি ও শনির সাত উপগ্রহ। কি চেতন কি অচেতন রাজ্যে ঈশ্বরের সকল কার্য্যই শুভদায়ক। পৃথিবীর বাৎসরিক পরিভ্রমণে ও সূর্য্যের নিকট ও দূরবর্ত্তী হওয়াতে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত ঋতু হইতেছে। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণে জোয়ার ও ভাঁটা হয়, কিন্তু ইহাতে সূর্য্যের তেজ পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পড়ে। ঋতুর পরিবর্ত্তনে বায়ুর পরিবর্ত্তন ও জোয়ার ও ভাঁটাতে কৃষি ও বাণিজ্যের মহৎ উপকার। যখন পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে আসিয়া চন্দ্রকে সূর্য্য-জ্যোতিঃ হইতে অন্ধকার করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিলে সূর্য্য-গ্রহণ হয়।”

চন্দ্রবদনী। “ভাল দিদি! রাশিচক্রটি কি?”

আধ্যাত্মিকা। “সৌর জগৎ ব্যতিরেকে অসংখ্য নক্ষত্র আছে। একস্থান হইতে সকল নক্ষত্র দেখা যায় না এবং কোন নক্ষত্র একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্ট না হইতে পারে। পৃথিবীর গতি কখন সূর্য্যের উত্তর ও কখন সূর্য্যের দক্ষিণ; এইজন্য দুই কল্পিত রেখা নির্ম্মিত হইয়াছে। এক উত্তর অচল, এক দক্ষিণ অচল। ঐ দুই রেখার অন্তর্গত দ্বাদশ রাশি, মেষ বৃষ ইত্যাদি। পৃথিবীর যেরূপ গতি তাহা দেখিলে সূর্য্যের বিপরীত গতি বোধ হয়। পৃথিবী কন্যা রাশিতে গমন করিলে, সূর্য্য যেন মীন রাশিতে যান, কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য অচল। এতদ্দেশীয় খগোলবেত্তারা উক্ত রাশিচক্রের অন্তর্গত কয়েকটি নক্ষত্রের নাম দিয়াছেন; যথা—অশ্বিনী,

ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি ২৭টি। একটি একটি ১ থেকে ১০০ নক্ষত্র সংযুক্ত।

"দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেক অচল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র ধূমবৎ, পরে ক্রমশঃ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়। কোন কোন নক্ষত্র যুগল, কোন কোন নক্ষত্র তিনটি চারিটি ও বহুরূপে প্রকাশ হয়। এক একটী নক্ষত্র সূর্য্যের কার্য্য করে, অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ দ্বারা আবৃত ও স্বীয় জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্য অপেক্ষা নক্ষত্রেরা বৃহৎ ও সূর্য্য গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি প্রাণিময়, প্রত্যেক নক্ষত্র জগৎ অর্থাৎ ঐ নক্ষত্র ও তাহার গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি তদ্রূপ প্রাণিময়। যতই নক্ষত্র নিরীক্ষিত হয়, ততই নূতন নূতন নক্ষত্র অপরিষ্কার ও পরিষ্কার রূপে আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহা চক্ষুর দ্বারা জানাছিল তাহা অপেক্ষা দূরবীক্ষণের দ্বারা অধিক জানা হইয়াছে। দূরবীক্ষণের দূর দর্শন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে যত দূর তদ্দ্বারা দৃষ্টি যাইতে পারে, তত দুর জানা যাইতেছে ও নক্ষত্রের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জানা হইয়াছে; কিন্তু অনন্তদেবের অনন্তরাজ্য পৃথিবী হইতে জানা অসাধ্য। অশরীর আত্মারা ভ্রমণ করিয়া অন্ত পান না। দূরবীক্ষণদ্বারা আমরা কতদূর গমন করিতে পারি। সৃষ্টি অনন্ত—একের পর অন্য, অসংখ্য সূর্য্য—অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব, পরা ও অপরা, জ্ঞান, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক প্রেমেতে বিভক্ত, নানা শ্রেণীয়—কিন্তু একই

শৃঙ্খলায় সকলই বদ্ধ, একই প্রেমডোরে নিয়োজিত। মতান্তর, চিন্তান্তর হইতে পারে, কিন্তু একই পদার্থ, কেবল সূক্ষ্ম শক্তির তারতম্য, অন্তর জীবন একই—একই মহা-শক্তির সকলেই গুণ গান করিতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এককোণে থাকিয়া কেবল পার্থিব ভাবনায় জীবন যাপিত হইতেছে। স্থানান্তরে ভ্রমণ করিলে ও নানা নূতন দৃশ্য দেখিলে কাহার চিত্ত উন্নত না হয়? কিন্তু যখন নভোমণ্ডলের তারার উজ্জ্বলতা দেখি ও ধ্যান করি যে, তাহাদিগের সংখ্যা অসংখ্য ও সৃষ্টি অনন্ত; তখন কাহার আত্মা অনন্তদেবে মগ্ন না হয়? তিনি যেরূপ সেইরূপ তাহাকে ধ্যান করিলে তাঁহার সহিত জীবের সম্মিলন হয়।”

লবঙ্গলতা। “যে সকল জগতের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি পৃথিবীর ন্যায় নির্ম্মিত?”

আধ্যাত্মিকা। “যে পর্য্যন্ত জানা যায় তাহাতে এইরূপ বোধ হয়, প্রকৃতি সর্ব্বস্থানে একই প্রকার। প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভূত, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। পঞ্চ গুণের পঞ্চ গুণ। ক্ষিতি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজ হইতে রূপ, বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শব্দ। এই পঞ্চভূতের রূপান্তরে বাহ্য সৃষ্টি। মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি পঞ্চভূতের অন্তর্গত। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতিতে মানব দেহ উৎপত্তি হয়। আত্মা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে অতীত

পদার্থ। অনেকে আত্মাতে ভৌতিক অথবা সত্ব, রজ ও তম অথবা বৈকারিক ভাব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এ ভ্রান্তি। আত্মা গুণাতীত, এ সকল মনের ধর্ম্ম। আত্মা অভৌতিক ঐশ্বরিক পদার্থ।”

মৃদুহাসিনী। “তেজ ও শব্দ কি পরমাণুযুক্ত অথবা ভৌতিক?”

আধ্যাত্মিকা। “তেজ ও শব্দ পরমাণুযুক্ত। এই দুইয়েতেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু আছে *।”

খঞ্জনগঞ্জনী। “ভাল দিদি, জীব মরিলে কোথায় যায়?”

আধ্যাত্মিকা। “প্রকৃতি পরমাণুসংযুক্ত, আত্মা অপরমাণু। সকল নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ সৌর জগতের ন্যায় আকাশ অন্তর্গত। আমাদিগের বোধ হয় আকাশ ও মেঘ এক, কিন্তু তাহা নহে। মেঘ কতকদূর যাইতে পারে কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হইতে পারে না। আকাশ ভৌতিক রাজ্যের সীমা। অপরমাণু আত্মা অপরমাণু আত্মারাজ্য ভৌতিক আকাশের অতীত রাজ্য। স্থূলদেহ ভৌতিক রাজ্যের অধীন, সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্র দেহ অভৌতিক ও অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী। জীব মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে গমন করে ও ঐহিক মতি ও কার্য্যানুসারে তাহার উন্নতি হয়;

---

* *Note.*—Lardner's Natural Philosophy and Astronomy, p. 757.

"কিম্বদন্তীহ সত্যোয়ং যা মতিঃ সাগতির্ভবেৎ।"

অষ্টাবক্রসংহিতা।

কিন্তু জীব অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী হইয়া পরমাণুযুক্ত রাজ্যে গমনাগমন ও ভেদ করিতে পারে। অপরমাণু ও নিরাকার শক্তি পরমাণু ও সাকার শক্তি হইতে উচ্চ।"

এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে সকল অঙ্গনাগণ আধ্যাত্মিকার স্বর্গীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক শিবময় ভাবেতে অশ্রুপূর্ণ হইয়া অন্তর-আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে চম্পকলতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"আহা! ঈশ্বর ধ্যান কি শান্তিদায়ক, আমি পতিহারা হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করিলে চক্ষু বারিবর্ষণ করে ও অস্থিরতায় পূর্ণ হয়; মনে করিলাম, দিদির কাছে গিয়া দুই দণ্ড কথা কহিলে আমার শোকের শাম্য হইবে। এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে যে, শোকদুঃখের ঔষধি আছে ও শোকদুঃখের কারণও আছে। দেখিতেছি শোকদুঃখ বাহ্য ভাব গ্রাস করিয়া—অন্তর জীবনকে প্রকাশ করে। শোকেতে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত, কেবল পবিত্র চিন্তাতেই সান্ত্বনা, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। দিদি! যদি দয়া করিয়া নিকটে কিছুদিন রাখ তবে এই অনাথিনী কুল পায়। যে বিধবা পোঁদের মেয়েকে নিকটে রাখিয়াছিলে সে এক্ষণে উচ্চভাবে পূর্ণ ও স্বীয় শোক

ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করি-করিয়াছে।” অধ্যাত্মিকা তাঁহার গলদেশে হস্ত দিয়া মুখচুম্বন করত বলিলেন, “তুমি আমার নিকটে থাকিলে, আমি বড় সুখী হইব। তুমি যে পতির জন্য পাগ-লিনী হইয়াছ সেই পতির সহিত সম্মিলিত হইতে পার, কিন্তু নিরন্তর সাধনা চাই। ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপন করিতে হইবে। যখন নিরাকার পতিকে পাইবে তখন মৃত্যু ভয়ানক বোধ হইবে না—মৃত্যুতে আমাদিগের নিরাকার রাজ্যে গমন। মৃত পতিলাভে উচ্চভাব লাভ হইবে ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানে আরূঢ় হইবে।”

চম্পকলতা। “তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।”

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিল, “মৃতপতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান স্ত্রীর ঊর্দ্ধগতি। সাধনায় কি না হয়?”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপক্ষীর প্রতি দয়া।

যে স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির আছে তাহার নিকট চন্দ্রশেখর বাবুর বাটী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে লইয়া সর্ব্বদা এই ধর্ম্ম উপ-দেশ দিতেন—“ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রেম অহরহ করিবে। মনুষ্যের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিবে।

কাহার সহিত শত্রুতা করিবে না ও যদি কেহ অপকার করে তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রেম পদার্থ ঐশ্বরিক পদার্থ, সর্ব্বদাই এই সাবধান হইবে যে ইহার নির্ম্মলতার হ্রাস না হয়; একারণ পশুপক্ষীর প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিবে। পূর্ব্বকালে এদেশেতে পশুপক্ষীর প্রতি দয়া সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইত। সামবেদে ও মনুসংহিতাতে পশুপক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য শাসন আছে। কৃষ্ণ স্বয়ং গোচারণ ও গোসেবা করিতেন; অদ্যাপিও পশুপক্ষীর পান জন্য জল প্রদত্ত হয়। অনেকে অদ্যাবধি গোসেবা ও পশুপক্ষীর প্রতি যত্ন করেন।”

পুত্র। “কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক জাতি পশুপক্ষী মারিয়া ভোজন করে। অনেকে বৃথা মাংস না খাইয়া কয়েকটি পশুকে বলিদান দিয়া তাহার মাংস আহার করে।”

মাতা। “মাংসভোজন নিবারণ করা বড় কঠিন। মুসলমান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি মংসাশী—মাংস না হইলে তাহাদিগের আহার হয় না। হিন্দুদিগেরি মধ্যে বৈষ্ণব প্রভৃতি শ্রেণীরা নিরামিষ ভোজন করে। ভীষ্ম নিরামিষ খাইতেন। পাণ্ডবেরা আমিষে ভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা আমিষ খাইতেন। হরিবংশে কথিত আছে—‘কৃষ্ণ ও তাঁহার পত্নীরা ও অন্যান্য যদুবংশীয় ব্যক্তিরা জলক্রীড়া করত ভোজন করিতে বসিলেন। কৃষ্ণ, বলদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি কতিপয় জনের জন্য মাংস

ও মদ্য উপস্থিত ছিল এবং কেহ কেহ নিরামিষ দধি দুগ্ধ খাইলেন।' অতএব আমিষ নিবারিত হওয়া কঠিন। ঋষিরা যতিধর্ম্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমিষ ভোজন করে না। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সূর্য্য অস্তের অগ্রে আহার করে কারণ অন্ধকার হইলে পাছে খাদ্যের অথবা জলের সহিত কীট বা পতঙ্গ উদরস্থ হয়। বৈষ্ণব জৈন প্রভৃতি লোকেরা পশুহিংসায় এরূপ কাতর যে পশু ও পক্ষী প্রাচীন হইলে তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত এক স্থানে রাখিয়া দেয়। তাহারা হিংস্রক পশু দেখিলেও তাহাকে মারে না, ও গাত্রে মসা ডাঁস বসিলে তাহার প্রতি হস্তনিক্ষেপ করে না।"

পুত্র। "অদ্ভুত সহিষ্ণুতা হইতে যে ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"

মাতা। আমার বক্তব্য এই,—পশুমাংস ভক্ষণ বন্ধ কোন প্রকারে হইতে পারে না; কিন্তু পশুপক্ষীর প্রতি দয়া অভ্যাস করিবে। আমরা আপন আপন প্রেম-পদার্থ উন্নতি করিয়া ঈশ্বরের সন্নিকট হইতে পারি। অনেকে লোভবশতঃ আমোদবশতঃ অথবা অবিজ্ঞতাবশতঃ পশুপক্ষীকে ক্লেশ দেয়, কার্য্যেতে নির্দ্দয়তা অথবা পারলৌকিকতার হানি হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র চেতনা নাই, কেবল ঐহিকভাবে মগ্ন। এজন্য পশুপক্ষীর প্রতি দয়া শৈশব কালাবধি বালকবালিকাদিগের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।"

পুত্র। "পশুপক্ষী ও পতঙ্গদিগের কি জ্ঞান আছে?"

মাতা। "সাধারণ সংস্কার এই যে, তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান ও মনুষ্যের বিবেকজ্ঞান। স্বাভাবিক জ্ঞানকে ইংরাজিতে ইনষ্টিঙ্ক্ট (Instinct) বলে, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। মনুষ্যের যে জ্ঞান তাহার নাম রিজন (Reason) এ জ্ঞান মার্জ্জনা দ্বারা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, পশু প্রভৃতির কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান নহে; তাহারাও বিবেকশক্তি প্রকাশ করে। স্বভাবিক জ্ঞানের দ্বারা তাহারা নীড় প্রস্তুত করে, আপনাদিগের ও শাবকদিগের রক্ষা করে, কোন্ স্থানে আহারীয় ও পানীয় পাইবে তাহা জানে ও দেহ রক্ষার্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবগত আছে; কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বিবেকশক্তি ও সদ্গুণ প্রকাশ করে।

"বিলাতে একটী কুকুর তাহার মনিবের নিকট হইতে এক পেন্স লইয়া এক রুটির দোকানে যাইত। এক দিন রুটিওয়ালা তাহাকে এক পোড়া বিস্কুট দিল।—পরদিন কুকুর আর তাহার দোকানে না যাইয়া অন্য এক দোকান হইতে ভাল বিস্কুট আনিল। সে কেবল পেন্সটী রুটিওয়ালার নিকট দিত।

"বিলাতে একটী ক্ষুদ্র কুকুর এক নদীতে পড়িয়া স্রোতের বেগে জলমগ্ন হইতেছিল। অন্য একটী কুকুর আপন গতির বেগ ও স্রোতের বেগ, বিবেচনা করিয়া

জলে ঝাঁপ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র কুকুরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ও স্রোতের বেগ সামলাইয়া তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় আনিল। এইরূপ অন্যান্য পশুপক্ষীরও বিবেকশক্তির উদাহরণ অনেক আছে।

"পশুপক্ষীরা মনুষ্যের মুখের ভাবভঙ্গিমা ও বাক্য বিলক্ষণ বুঝে ও শারীরিক ইঙ্গিত অনবগত নহে। পশুপক্ষী স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ধ্বনির দ্বারা প্রকাশ করে। মধুমক্ষিকা, বোল্‌তা ও পিপীলিকা আপন আপন হুলের দ্বারা কার্য্য করে। কোন দ্রব্য এক পতঙ্গ লইয়া যাইতে অপারক হইলে আপন স্বগণকে ডাকিয়া আনিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মধুমক্ষিকারা আপন আপন সুবিধার জন্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। একটী মধু-মক্ষিকা রাণী স্বরূপ থাকে। কতকগুলি কর্ম্মচারী—কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ চাক নির্ম্মাণ করে, কেহ মধু আহরণ করে, কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ চাক রক্ষা করে। চাকের নিম্নে যে সকল মক্ষিকা থাকে তাহারা অকর্ম্মণ্য তাহাদিগের মধ্যে একজন রাণীর স্বামী হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই বুদ্ধি ও বল প্রকাশ করে। ভ্রমর মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও শক্তি প্রকাশ করে। বোল্‌তারা দলবদ্ধ রূপে থাকে। এক চাকে বহু পিপীলিকা বাস করে, ও যখন তাহারা আহার অন্বেষণ অথবা নূতন চাক জন্য নূতন মসলা আহরণ করিতে যায় তখন এক প্রহরী চাক রক্ষা করে। পিপীলিকারা ফৌজের ন্যায় কার্য্য

করে। তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতি আছে—কুচ করিবার নিয়মানুসারে তাহারা চলে। তাহারা কৃষি-কার্য্য জানে। কতকগুলি পিপীলিকা ভূমিকর্ষণ করে, ও পরিষ্কার করে, যে শস্য তাহাদিগের ভক্ষ্য তাহা বপন করে, প্রস্তুত হইলে কাটিয়া ভূমির নিম্নে রাখে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহারা তাহার গোর দেয়। গুবরিয়া পোকা পিপীলিকাদের বাসাতে থাকে ও তাহাদিগের সঙ্গে ফেরে।”

কন্যা। “ভাল মা! পশুপক্ষীদিগের কি কোন সভা আছে?”

মাতা। “স্বজনের বিপদে তাহারা একত্র হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করে। কখন কখন তাহারা পঞ্চায়েতের ন্যায় বিচার করে। কোন দাঁড়কাকে গুরুতর দোষ করিলে অন্যান্য দাঁড়কাক একত্র হইয়া দোষীকে আঘাত করে। অন্যান্য পক্ষীরা কোন কোন বিষয় বিবেচনা ও নিষ্পত্তির জন্য একত্রিত হয়।”

কন্যা। “মা! তুমি এত জান্‌লে কেমন করে?”

মাতা। “বাছা! আমার জ্ঞান আধ্যাত্মিকার সহবাসে। যখন যাই তখনই জ্ঞানের কথা, উচ্চ কথা তাঁহার নিকট শুনি। তাঁহার বাটীতে কত প্রকার পুস্তক—ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও কোন্ পুস্তকে কি আছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলেই বলিয়া দেন। আমি ঈশ্বরের ধ্যান করিবার অগ্রে তাহাকে চিন্তা করি, কারণ তাঁহা হইতেই আমার ঈশ্বরজ্ঞান।”

কন্যা। "মা! তুমি বল নিষ্কামভাব না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। ভাল পশুপক্ষীদিগের কি নিষ্কামভাব আছে?"

মাতা। "পূর্ব্বে এই সংস্কার ছিল যে, কেবল মনুষ্য নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে পশুপক্ষী-দিগের নিষ্কামভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখ কুক্কুট হংসীকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাহার ডিম্বের উপর বসিয়া তা দেয় এবং হংসীর শাবক রক্ষা করে। নিষ্কামভাব হইতেই পরোপকার, পরের জন্য ক্লেশ ও ক্ষতিস্বীকার, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ, জ্ঞান, বিশ্বাস পালন ও দয়া। এ সকলই নিষ্কাম-ভাবের শাখা ও পশুপক্ষীতে দৃষ্ট হয়।"

পুত্র। "মা! পশুপক্ষীরা যে এত উচ্চ আমি জানিতাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের ন্যায় তাহারা কি অমর?"

মাতা। "বিশপ বটলরের মত যে, তাহারা অমর। বিবি সমরভিল আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

'Since the atoms of matter are indestructible, as far as we know, it is difficult to believe that the spark, which gives to their union, life, memory, affection, intelligence and fidelity, is evanescent.

I cannot believe that any creature was created for uncompensated misery; it would be contrary to the attribute of God's mercy and justice.

I am sincerely happy to find that I am not the

জ

only believer in the immortality of the lower animals.'

Robert Southey, on the death of his spaniel, says—
'There is another world for all that live and move —a better one!'

"যতদূর আমরা জানি পরমাণু অবিনশ্বর বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে—যে শিথা সমযোগে তাহারা জীবন, স্মরণ শক্তি, স্নেহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বস্ততা লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষয়শীল। আমার কথনই বিশ্বাস হয় না যে জীব কেবলই পরিণামে যন্ত্রনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে ঈশ্বরের যে কৃপা ও সুবিচার তাহার বিপরীত হইবে। সুখের বিষয় এই যে, পশুদিগের অমরত্বে কেবল আমি বিশ্বাসী এমত নহে।

রবার্ট সৌদি আপন কুক্কুরের মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন, "'সকল প্রাণী যাহারা এখানে জীবনধারণ করে ও গমনক্ষম তাহাদিগের জন্য অন্য আর এক উৎকৃষ্ট রাজ্য আছে।'"

পুত্র। "মা! আপনি যাহা উপসংহার করিলেন তাহা সাধারণ-অগ্রাহ্য। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য, পশু বা পক্ষী হইয়া জন্মায়; কিন্তু পশুর আত্মা কি মনুষ্য হইতে পারে?"

মাতা। "আত্মা চিন্ময় পদার্থ; যত প্রকৃতির বিকার হইতে নির্লিপ্ত ও শূন্য তত ইহার উন্নতি। মৃত্যুর পর কাহার কি গতি হইবে তাহা যিনি আত্মার ঈশ্বর তিনিই

জানেন। আত্মার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অনুসারে আমাদিগের অধঃ ও ঊর্দ্ধগতি।"

কন্যা। "মা! বড় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলে তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি।"

মা। "বাছা! আমি যাহা জানি তাহা অতি অল্প। ঈশ্বরপরায়ণা আধ্যাত্মিকা আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার ন্যায় অনেক রমণী তাঁহার নিকটে গমন করে ও তিনি সকলকেই অকাতরে ও অক্লেশে, আনন্দে পূর্ণ হইয়া যত আলোক বিতরণ করিতে পারেন তাহা করেন। আহা কিবা মিষ্ট বাণী! কিবা সহিষ্ণুতা! এক কথা দশ বার জিজ্ঞাসা করিলে কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি নাই বরং তাঁহার শান্ত ভাবের বৃদ্ধি। যে যায়, যে তাঁহার সহিত ক্ষণমাত্র সহবাস করে সে মনে করে এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গই স্বর্গ। বিরলে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনে হয় সকল ত্যাগ করিয়া এমন অঙ্গনার পদতলে পড়িয়া থাকি। তাঁহাকে দেখিলে—তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়। বোধ হয় অপরকে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর এইরূপ নারী সৃজন করিয়াছেন।"

কন্যা। "আধ্যাত্মিকার নাকি একটি বিড়াল আছে?"

মাতা। "হাঁ! সে বিড়ালটি তাঁহার কাছ ছাড়া হয় না। কখন কখন প্রেম দেখাইবার জন্য তাঁহার ক্রোড়ে শুয়ে থাকে। শুধু সেই বিড়ালটি বলে নয়, পশু পক্ষী

প্রভৃতি যাহাকে যখন দেখেন তাঁহাকেই আহার ও জল দেন ও নিকটে আইলে আদর করেন।

"যস্তু সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

বাজসনেয়।

"যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেই অবজ্ঞা করেন না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চম্পকলতার যোগশিক্ষা।

চম্পকলতা। "দিদি! তুমি যখন ধ্যান কর আমি তোমার বদন নিরীক্ষণ করি। তোমার মুখজ্যোতিঃ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। সেই অবস্থা স্থায়ী হইলে আমি সুখী হইব। ধ্যানে কিরূপে এত ফল দর্শে?"

আধ্যাত্মিকা। "ধ্যানের কার্য্য বুঝিবার অগ্রে আমি আত্মাতত্ত্ব সংক্ষেপে বলি। মানব শরীরে আত্মা রহিয়াছে। আত্মার বলেতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য হইতেছে। শরীর পঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমপদার্থে নির্ম্মিত, ও নানা অঙ্গে বিভক্ত। ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ ও অপ্ হইতে ক্ষিতি। এই পঞ্চ ভূতের আনুকুল্যে ও আত্মার বলেতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও

শব্দ জ্ঞান হয়। অঙ্গ সকলের রচনা, কার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধ চিন্তা করিলে অদ্ভুত বোধ হয়। মস্তিষ্কের এক ভাগ শ্বেত ও এক ভাগ পাংশু বর্ণ। শ্বেত ভাগের নাম স্নায়ু ও সেই বলদাতা। পাংশু ভাগের নাম পেশী, ইহাই স্নায়ুর অধীন হইয়া বল বিস্তার করে। পাকযন্ত্রের ও অন্তঃকরণের পেশীকে স্বৈরপেশী বলে, কারণ জীবের বিনা ইচ্ছাতেই ইহারা কার্য্য করে। স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে অতি সূক্ষ্ম শাখাস্বরূপ শরীর ব্যাপক হইয়া পেশীর কর্ত্তৃত্ব ও মানসিক কার্য্য করে। স্নায়ুকেই মন বলে ও আত্মার পরিমিত শক্তি ধারণ করে। মস্তিষ্ক হইতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। মস্তিষ্ক হইতেই বাহ্যজ্ঞান ও পরিমিত বিবেকশক্তি। মস্তিষ্কের স্নায়ুই সাকার শক্তির মূলক। স্নায়ুর দ্বারা পরিমিত হিতাহিত জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও পরলোক জ্ঞান যত-দূর হইতে পারে তাহা লব্ধ হয়। ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুকে মূলক করিয়া যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিরই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। ইচ্ছাশক্তি সাকার অবস্থাতে অপরা ও নিরাকার অবস্থাতে পরা জ্ঞানদাতা, নিরাকার অবস্থাই আত্মার অবস্থা। নিরাকার অবস্থা সূক্ষ্মশরীরে প্রকাশ হয়। সূক্ষ্ম শরীর আত্মার শরীর। সে শরীর ক্রমশঃ বিগত হয় ও বিগত হইলে জ্যোতিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাই সমাধি বা আত্মা অবস্থা। ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা অথবা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ঐ অবস্থাতে একত্রিত হইয়া জ্যোতিতে লয় হয়।”

চম্পকলতা। “দিদি! জীব কি এত উচ্চ হইতে পারে? যাহ’ক্ তোমার উপদেশ শুনিয়া আমার শুষ্ক হৃদয় যেন শান্তিবারি পান করিতেছে। এক্ষণে বল দিদি কি উপায়ে শোকাতীত হইতে পারি?”

আধ্যাত্মিকা। “যিনি আপনি নিরাকার জ্যোতিরূপ আত্মার আত্মাস্বরূপে বিরাজিত, তাঁহাকে ধ্যান করিলে শোক দুঃখ ও ভয় থাকে না। সেই ধ্যানের আনুকূল্য জন্য যোগের আবশ্যক। যোগের দ্বারা ভৌতিক শরীর ও ভৌতিক মনের ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইবে অর্থাৎ সাকার শক্তি নিরাকার শক্তিতে বিলীন হইবে। যাঁহারা যোগ-শাস্ত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা এই উপদেশ দেন। আসন অনেক প্রকার আছে, কিন্তু পদ্মাসন অবলম্বন করত অর্থাৎ এক পায়ের উপর অন্য পা দিয়া ডানহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া বাম গুল্ফে ও বামহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া ডান গুল্ফে সংস্থাপন করিয়া ঋজুকায়াতে বসিবে। পঞ্চ ভৌতিকের মধ্যে বায়ু প্রধান পদার্থ, কারণ বায়ুর অস্তিত্বেই জীবিত অবস্থা। এই বায়ু মূলাধার অবধি মস্তিষ্কের স্নায়ু যাহাকে উড্ডীয়ানক বলে সেই পর্য্যন্ত প্রাণায়াম দ্বারা সংযমন করিবে। প্রথমে বামনাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে;—ইহাকে রেচক কহে। পরে দক্ষিণ নাসিকা বদ্ধ করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু পূরিবে;—ইহাকে পূরক কহে। পরে দুই নাসিকা বদ্ধ করিয়া যতক্ষণ বায়ু ধারণ করিতে পার করিবে;—

ইহাকে কুম্ভক বলে। লঘু আহার, নিষ্কাম চিন্তা ও নিষ্কামরূপে কার্য্য করিবে, ও যিনি অমৃতময় ও আনন্দময় তাঁহাকেই সর্ব্বদা ভাবিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাহার পাইবে অর্থাৎ তোমার বাহ্যপ্রেরিত চিন্তা উদিত হইবে না, অন্তর ধারণার বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ নিরাকার শক্তির প্রাবল্য হেতু যতক্ষণ ঈশ্বর ও তাঁহার অনন্ত কার্য্য ধ্যান করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা পারিবে। প্রথমে প্রথমে ধ্যান ও যোগে শ্রান্তবোধ হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ আনন্দ লাভ ও অন্তর-জ্যোতিঃ লাভ করিবে। যখন শ্রান্ত বোধ হইবে তখন উপনিষদ্ কি অন্য কোন ঈশ্বর বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবে কিম্বা বাক্যের দ্বারা উপাসনা করিবে বা ব্রহ্মসঙ্গীত পাঠ করিবে।

"ধ্যানের নাম অন্তর-যোগ ও প্রাণায়ামের নাম বহির-যোগ। যাহারা বন্ধত্রয় ও খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করে তাহারা এই দুই যোগকে একত্র করে। অনেক অনেক যোগী এই যোগ করে। হঠ-যোগ অর্থাৎ নেতি, বস্তি, ধৌতি, নৌলি ও ত্রাটকপ্রভৃতির অভ্যাসে শরীর ও মন বশীভূত হয় ও এইজন্য হঠ-রাজযোগের আনুকূল্য করে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে হঠ-যোগের বৃত্তান্ত পাইবে। কিন্তু আমি এক্ষণে যেরূপ উপদেশ দিলাম সেই অনুসারে অভ্যাস কর। সাধকের এই লক্ষ্য হইবে যে নিরাকার শক্তির উদ্দীপনে সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপ্ত হইবে। সূক্ষ্ম শক্তি বা সূক্ষ্ম শরীর ব্যতিরেকে আত্মতত্ত্ব জানা যায় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে

ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্ব নানা প্রমাণে প্রতীয়মান। কেহ স্বপ্নেতে পায়, কেহ কেহ জলমগ্ন হইয়া পায়, কেহ ক্লেরভোয়েন্ট অবস্থাতে পায়। অনেক যোগীরা অনশন, ধ্যান ও আরাধনায় স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরে স্থায়ী হয়। এ অবস্থাতে শরীর মৃতবৎ ও আত্মা সজীব।

"সর্ব্বদা আত্মচিন্তাচ সর্ব্বভূতময়ঃ সদা।
সর্ব্বভূতময়ো নিত্যং আধ্যাত্ম ইতি চোচ্যতে ॥"

ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র।

"অতএব স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে বিলীন না হইলে সাধক তাপাতীত হয় না। যদবধি আত্মা প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হয় তদবধি ব্রহ্মানন্দ লব্ধ হয় না। আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে অনন্তদেবের অনন্ত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ধ্যান করত ও তাঁহার অনন্ত, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত, অদ্ভুত কার্য্য চিন্তাতে নিরন্তর মগ্ন হইয়া এই সাধনা করা, ও এই সাধনাকে আমাদিগের জীবনের আনন্দ ও সম্পদ স্বরূপ জ্ঞান করা। এই অভ্যাসেই অন্তর শীতলতা ও অন্তর-জ্যোতিঃ লাভ করিবে ও পাপ তাপ অন্তরে প্রবেশ করিবে না। ইহাকেই পুনর্জন্ম—ইহাকেই নির্ব্বাণ—ইহাকেই মুক্তি—ইহাকেই শিবাবস্থা বলে। জগদীশ তোমার শোক হরণ ও তোমাকে নবজীবন প্রদান করুন।"

চম্পকলতা অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিকার পদতলে পড়িয়া রহিলেন। আধ্যাত্মিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া

মুখচুম্বন করত বলিলেন—"শান্ত হও আনন্দলাভ অবশ্যই হইবে। যিনি প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-আশ্রয় লন তিনি সেই অমূল্য ধন পান।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার মৃত্যু।

ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃত শক্তি। যত নিরাকার তত বলীয়ান্। ইচ্ছাশক্তিতেই সতী তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তিতেই ভীষ্ম শরীর ত্যাগ করেন। ইচ্ছাশক্তিতেই অসংখ্য ঋষিরা বপুঃ হইতে বিনিমুক্ত হয়েন ও পতি-পরায়ণা নারীরা ভর্ত্তার সহিত দগ্ধ হইতেন। আধ্যাত্মিকার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে এক্ষণে তাঁহার শরীর ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। এইরূপ বাসনা ক্রমশঃ প্রবল হইলে তাঁহার আত্মা তনু হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুড়াইয়া যাইতে লাগিল ও অঙ্গ প্রতিদিন তুষারবৎ হইল। প্রাচীনা কিঙ্করী এই সংবাদ দুই একজনকে দিলে পল্লির সমস্ত অঙ্গনারা আবালবৃদ্ধা কুলবতী কুলকন্যারা আসিয়া অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। একজন সুবিজ্ঞ বৈদ্য আসিয়া বলিলেন,—"যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তীরস্থ করাই শ্রেয়ঃ।" প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমার বাহ্য বিষয়ে মন দিতেন না। তিন দিবস হইল আমাকে বলিলেন, 'আমার মৃত্যু শীঘ্র হইবে।'

আমি বলিলাম, 'মা আমার মৃত্যু আগে হইবার কোন উপায় নাই?' তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মৃত্যু হইবে। আমাকে তুমি গেরুয়া বস্ত্র পরাইয়া দিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে আমার খাটের আগে খই ফেলিয়া দিতে বলিবে।' ও মা সেই দিন বুঝি আজ!" এই বলিয়া দাসী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। কিছুকাল পরে গেরুয়া বসন পরাইয়া আধ্যাত্মিকার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। বৈদ্য বলিতেছেন, "বিলম্ব করিও না।" তখন যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে খট্টোপরি শোয়াইয়া হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। খট্টের সম্মুখে যাহারা গমন করিতেছেন তাহারা লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে বিবি আসিয়া খট্ট ধরিয়া অস্থিরভাবে রোদন করিতে লাগিল। হিমালয়স্থ দেশ হইতে অশ্বারূঢ় জগদানন্দ অনুজ সহিত আসিয়া রোদন করত আধ্যাত্মিকার পদধূলি মস্তকে দিয়া বলিলেন, "এই জীবনের সম্বল মা তোমার অসামান্য গুণ যেন আমার পরিবারে প্রেরিত হয়।"

দিনমণি অস্তমিত, আকাশ নব অভ্রতে চিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ, খট্ট জাহ্নবীতীরে আনীত। খট্টবাহিকা ও অন্যান্য অঙ্গনারা চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষুজল মুছিতেছে ও বলিতেছে, "হে জগন্মাতা, জগদ্দুহিতা,-জগৎ-হিতকারিণি! তোমার জন্য সমস্ত লোকে ব্যাকুল। তুমি স্বীয় দুঃখ ও স্বীয় সুখ জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তুমি পরদুঃখ পরসুখ জন্য জন্মিয়া-

ছিলে। তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিয়াছ, তুমি যে প্রকারে জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি যে যে কার্য্য করিয়াছ তাহা চিরস্মরণীয় রহিবে। তোমার ন্যায় নারী যেন জগতে জন্মিয়া নারীজাতিকে পবিত্র করে। মাগো! তোমার চক্ষের চাউনি, তোমার ঈষদ্ধাস্য দেখিলে ও তোমার সুমধুর বাণী শুনিলে অপবিত্র লোক পবিত্র হইত। বেশ্যারা আপন পাপ মোচনার্থে তোমাকে দর্শন করিতে যাইত। যাহার প্রাণ, জীবন, হৃদয় ও আত্মা ব্রহ্মময় তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিতরণ করেন।"

ঘাটেতে কতিপয় বৈদান্তিক সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অনুপম রূপ, দেবমূর্ত্তি, মানবমূর্ত্তি নহে।"

আধ্যাত্মিকার আত্মা সহস্রার থেকে নয়নে চিরবিদ্যুৎস্বরূপ প্রকাশ হইল। যাবতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল, বলিয়া উঠিল দেখ দেখ কি চমৎকার মনোহর মূর্ত্তি! কোন্ চিত্রকর এ মুখের চিত্র করিতে পারে? এ নয়নের সৌন্দর্য্য জগতে নাই। কোন্ কবি এ মুখের বর্ণন করিতে পারে? চকিতের ন্যায় তাঁহার আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করিল। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, হাহারবে শোকে নিমগ্ন থাকিলেন।

সৎকার সময়ে একজন পরমহংস কতিপয় শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় চিন্তিত কেন?"

পরমহংস বলিলেন, "এই মহিলার মৃত্যু চমৎকার। ইহার জন্ম, শিক্ষা, অভ্যাস, ধ্যান, কার্য্য ও স্বভাব স্মরণ করিলে আমার বোধ হয় যে আমি পৃথিবী হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছি। নারদ, সনৎকুমার, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, শুক প্রভৃতি মহর্ষিরা যে উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন ইনিও সে উন্নতি পাইয়াছেন। ইহার একই ভাব ও একই লক্ষ্য।

"নানাভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষ ন লভ্যতে।"

ইহাঁর যে উগ্র ধ্যান তাহাতে—

"পাপকর্ম্ম সদা নষ্টং পুণ্যঞ্চাপি বিবর্দ্ধনং।
ত্যজেৎ পুণ্যং ত্যজেৎ পাপং তস্মাদ্ব্রহ্মময়োভবেৎ॥"

"এই মেয়েটির বাল্যবস্থাবধি নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিষ্কাম স্বভাব; এজন্য শারীরিক ও মানসিক বন্ধন শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি শরীর ধারণ করিতেন বটে কিন্তু আত্মাতেই সদা অনুরাগ, শত্রু মিত্র সমভাব, আপন পরিবার ও অন্যের পরিবার সমভাব, সমস্ত জগতই সমভাব, পশু পক্ষীর প্রতি সমভাব, প্রকৃতি নির্লিপ্ত, নিরুপাধিক, শিবময়। দেখিলাম তাঁহার আত্মা পরলোকে গমন করিল, তাঁহাকে সকল দেবতা অভিবাদন করিলেন—'আ! তোমার আবির্ভাবে আমাদিগের সুখের বৃদ্ধি।' সকল দেবিরা তাঁহার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করত শুদ্ধপ্রেমের শৃঙ্খলায়, শুদ্ধস্পৃহা ও শুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। এখানে ও পরলোকে প্রকৃতি সংযুক্ত অনেকে থাকেন। প্রকৃতির তমস

বিনাশ হইলে আত্মার আলোক প্রকাশ হয়। প্রকৃতি নানা শ্রেণীয়, যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল তখনই সেই কার্য্য। প্রকৃতি প্রবৃত্তি, আত্মা নিবৃত্তি, এই হেতু অন্তর আলোক। এই জন্য এই আরাধনা "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" যে সাধক জ্যোতিঃ লইয়া পরলোকে গমন করে, তাহারই স্বর্গলাভ, তাহারই ঈশ্বরলাভ। ধন্য আধ্যাত্মিকা! ধন্য তাঁহার ঈশ্বরপিপাসা! তাঁহার ন্যায় নারী জন্মিলে পৃথিবী স্বর্গ হইবে।"

কৈবল্যং পরমং শিবং।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাটী দখল লওয়া।

যাহার নিকট তর্কালঙ্কারের বাটী বন্ধক ছিল, সে আদালতের ডিক্রী পাইয়া, আদালতের লোক সহিত দখল লইতে আসিল। ডিক্রীদার ধনমদে মত্ত, কেবল সোর গোল করিতেছেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ডোমকন্যা, চম্পকলতা ও প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রজারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি শিশু সকলেই আইল। পল্লীস্থ যাবতীয় লোক হাহা শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় ছাদ হইতে অঞ্চল দিয়া অশ্রুজল

বিমোচন করত করুণভাবে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ডিক্রীদার এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছে ও বলিতেছে,—"বিট্‌লে বামুণ আমার অনেক টাকা মাটি কর্‌লে। তাহার ধর্ম্ম দেখে টাকা দিয়াছিলাম, বাটী দেখে দিই নাই। তাহার যেমন কায তেম্‌নি ফল দিব,—এ বাটী ভাঙ্গিয়া শূয়ার চরাইব, পাজি অধার্ম্মিক বামুণ।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল, "ওহে ডিক্রীদার! বিষয়ানন্দে মত্ত হইও না, অহঙ্কার ত্যাগ কর; টাকা না দিতে পারিলেই ঋণী অধার্ম্মিক, কিন্তু পূর্ব্বাপর স্মরণ করিলে দেখিবে যে বিষয় অস্থায়ী। কত কত দেশ, কত কত নগর, কত কত পুরী সমুদ্রের দ্বারা, বা নদীর দ্বারা, বা পৃথিবীর দ্বারা গ্রাসিত হইয়াছে। হস্তীনাপুর যেখানে কুরুবংশীয় রাজারা শৌর্য্যবীর্য্যবলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কোথায়? যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর রাজা একত্র করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে কোথায়? সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যাপুরীই বা কোথায়? যদুবংশীয়দিগের অসীম ঐশ্বর্য্যসম্পুর্ণ পুরীই বা কোথায়? অনেক অনেক উচ্চ পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কালের গ্রাস কেহ এড়াইতে পারে না, কালই বলবান ও যিনি অকাল তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য।" ডিক্রীদার এই সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ক্ষণেককাল পরে প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি হারে খাজনা দিতে?" তাহারা বলিল,—"আমরা খাজনা,

কথন দিই নাই,—তিনি আমাদিগের খাওয়া পরা সর্ব্বদা দিতেন, ও আপন বাটীতে প্রায় প্রতিদিন খাওয়াই-তেন।” ডিক্রীদার বলিতে লাগিলেন,—“মানুষটা ধার্ম্মিক ছিল বটে, কিন্তু বোকা, বেহিসিবি না হ’লে ঢাকের কড়িতে মনসা বিক্রী কেন হবে? যা হউক বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিতে হইবে।” তিনি চলিলেন ও তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য লোকেও চলিল। সম্মুখে দালান শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, দেওয়ালের উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত “কৈবল্যং পরমং শিবম্।” দালানের দক্ষিণে একটি লম্বা ঘর তাহার ভিতরে পিঞ্জরে নানাপ্রকার পক্ষী, লোক দেখিবামাত্র রব করিয়া উঠিল। তাহা-দিগের বোধ হইল আধ্যাত্মিকা আহার দিতে আসিয়া-ছেন, কিন্তু সে মধুর হাস্যবদন কোথায়? দোতালার এক ঘরে একখানি চিত্র রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্রেই কে না চমৎকৃত হয়? ছবিতে এক ঋষি বসিয়া রহিয়াছেন, নয়ন ও হস্ত খেচরী মুদ্রায় সংযুক্ত, বাম-দিকে ঋষিপত্নী উড্ডীয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত,—শান্ত ও সমাহিত। দক্ষিণে কন্যা সমাধি-জোতিতে পূর্ণ। দর্শকেরা বলিল,—“অনেক মূর্ত্তি ও ছবি দেখিয়াছি; কিন্তু এ দেবমূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ শীতল হয়, পাপ তাপ দূরে যায়, ইহার নাম কি আধ্যাত্মিকা?” এই বলিবা-মাত্র সকলে রোদন করিয়া উঠিল।

যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিলেও আমাদিগের নেত্রবারি ও হৃদয়ের শুদ্ধভাবের

দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পুনর্জীবিত ও পূজিত হয়েন। সকাম সাকার ও নিষ্কাম নিরাকার এই পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া জীবনের কার্য্য কর। এ জীবন জীবন নহে, যে জীবনে ব্রহ্মলাভ, সেই জীবনই জীবন।

সম্পূর্ণ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.